রাঁচি, বৃহস্পতিবার
18:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>213 >>03 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২১৩ >> << ০৩রা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

সুদানে মানবিক সহায়তা পৌঁছেছে

খার্তুমঃ মঙ্গলবার ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বলেছে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানবিক সরবরাহ পোর্ট সুদানে পৌঁছেছে। সুদানের সেনাবাহিনী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী একটি আধাসামরিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের আরও সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। আইএফআরসি এক বিবৃতিতে বলেছে, চালানের মধ্যে ৫০০ পরিবারের জন্য কম্বল, রান্নার সেট এবং মশারি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সামনের দিনে চিকিৎসা সামগ্রীসহ আরেকটি চালান আসতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এক মাসের বেশি সময় আগে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অন্তত ৬০০ মানুষ নিহত হয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, এই সংঘাত সুদানের ভেতরে ৭ লাখের বেশি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং আরও ২ লাখ পাশের দেশগুলোতে পালিয়ে গেছে। জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আলবুরহানের নেতৃত্বে সুদানের সেনাবাহিনী জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালোর নেতৃত্বে আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের সাথে লড়াই করছে। দুজন জেনারেল প্রাক্তন মিত্র ছিলেন। তারা একসাথে ২০২১ সালে অক্টোবরে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। অভ্যুত্থানে দীর্ঘকালীন নেতা ওমর আলবশিরকে ২০১৯ সালের ক্ষমতাচ্যুত করার পরে বেসামরিক শাসনে রূপান্তর ব্যাহত হয়। কীভাবে র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সকে সেনাবাহিনীতে একীভূত করা উচিত এবং সেই প্রক্রিয়া কার তত্ত্বাবধানে করা উচিত তা নিয়ে মতবিরোধ নিয়ে জেনারেলদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন দেশটিকে বেসামরিক শাসনে পুনরুদ্ধার করার এবং ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটাতে একটি প্রচেষ্টার অংশ ছিল।

বাজার দর

SENSEX : 61560.64 -371.83
NIFTY : 18181.75 -104.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
40.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.24 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.06 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আগামী জুনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর আগেই রাহুল গান্ধীর যুক্তরাষ্ট্র সফর

নিউ ইয়র্ক ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী জুন মাসে রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে ২২ জুন তাঁর সেখানে যাওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রীর সফরের দিন কুড়ি আগে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন জাতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও । রাহুল কাদের আমন্ত্রণে যাচ্ছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি দশ দিনের সফরে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকবেন। তাঁর সফর জুড়ে থাকছে একাধিক সভায় ভাষণ ও আলোচনায় অংশ নেওয়া। সদ্যই কর্নাটকের বিধানসভার ভোটে জয়ের মুখ দেখেছে কংগ্রেস । যে ফলাফলে রাহুলের বিশেষ অবদান রয়েছে বলে মনে করছে দল। অন্যদিকে, কর্নাটকের ফলকে ব্যক্তি মোদীর পরাজয় মনে করেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। দক্ষিণের ওই রাজ্যে বিজেপির প্রচার ছিল মোদীকেন্দ্রীক। স্বভাবতই প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন রাহুল নিজেকে অনেক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাজির করবেন। রাহুল বছরের গোড়ায় লন্ডন সফরে গিয়ে দেশে গণতন্ত্রের বিপন্নতা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতাকে এজন্য বিজেপির তীব্র আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল। এমনকী প্রধানমন্ত্রী মোদীও লন্ডন ভাষণকে দেশের অবমাননা বলে রাহুলের বিরুদ্ধে নাম না করে সরব হন। সংসদেও বিজেপি রাহুলের ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে সরব হয়। কর্নাটকের ভোটেও এই ইস্যুতে বিজেপি নিশানা করে রাহুলকে। যদিও কংগ্রেস নেতা ক্ষমা চাননি। এবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে রাহুল কী বলবেন তা নিয়ে তুমুল কৌতূহল তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির এই সফর শুরু হবে ৩১ মে। ৪ জুন নিউ ইয়র্কে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন অডিটোরিয়ামে রাহুল ভাষণ দেবেন প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে। সেখানে পাঁচ হাজার জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। ২০১৪ তে মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ওই বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সভায় যোগ দিতে গিয়ে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে ভাষণ দিয়ে তুমুল সাড়া পেয়েছিলেন। রাহুল এই সফরেও গণতন্ত্র নিয়ে মুখ খোলেন কিনা সেটাই দেখার। মনে করা হচ্ছে, আগামী বছর লোকসভা ভোটের আগে দুই নেতাই চেষ্টা করবেন প্রবাসী ভারতীয়দের মনে দাগ কেটে দেশের ভোটে ফায়দা তুলতে। প্রধানমন্ত্রীর ২২ জুন নিউ ইয়র্কে পৌঁছনোর কথা। তিনি এই প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী এক ডজন বার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন। তবে সেগুলি ছিল সরকারি সফর। রাষ্ট্রীয় সফর নয়। রাষ্ট্রীয় সফরে প্রেসিডেন্ট নিজে আমন্ত্রণপত্র পাঠান এবং অতিথির সম্মানে হোয়াইট হাউসে নৈশ ভোজ দেওয়া হয়। মোদীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

বিতর্কিত 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ঘিরে অগ্নিগর্ভ মহারাষ্ট্রের আকোলা, নিহত ১

আকোলা ঃ ভারতে মুক্তি পাওয়া সিনেমা 'দ্য কেরালা স্টোরি' দেশ জুড়ে বিতর্ক ও উত্তেজনা বাড়ছে। সিনেমাটি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে মহারাষ্ট্রের আকোলা এলাকা। ছড়িয়ে পড়েছে হিংসা, অশান্তি। প্রাণও হারিয়েছেন এক ব্যক্তি। আহত হয়েছেন দুই পুলিশসহ একাধিক। পরিস্থিতি অশান্ত করতে মদত দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ১৩০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। প্রশাসন ও পুলিশের তরফে সতর্কতা জারি হয়েছে গোটা মহারাষ্ট্রে।

সংবাদসংস্থা সূত্রে জানা গেছে, বিতর্কিত ছবি 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করা হয় সংখ্যালঘু কোনও সংগঠনের তরফে। তাতে দাবি করা হয়, ওই সিনেমায় পয়গম্বরকে অপমান করা হয়েছে। এই পোস্টকে কেন্দ্র করেই আকোলা এলাকায় হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। পোস্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে রামদাসপেঠ থানায় ঘেরাও করে একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। আকোলার পুরান সিটি থানার সামনেও ভিড় জমা হতে শুরু করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উন্মত্ত জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় দোকানে,গাড়িতে।

এসবের মাঝেই হিংসার শিকার হন বিলাস গায়কোড়ে নামে এক স্থানীয় ইলেকট্রিসিয়ান। বছর চল্লিশের বিলাসের মৃত্যুর পরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জনতা পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। চলে দেদার পাথরবৃষ্টিও। লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে, ছুড়তে হয় কাঁদানে গ্যাস। দিনভর হিংসার জেরে সোমবার ১৫ মে আকোলাসহ একাধিক এলাকায় বন্ধ করা হয় ইন্টারনেট পরিষেবা। বেশ কিছু জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পাশাপাশি পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, বিলাসের মৃত্যুতে যারা দায়ী, তাদের খুঁজে বার করা হবে।

স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক রণধীর সাভারকরের দাবি, রীতিমতো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে হিংসা ছড়িয়েছে সংখ্যালঘুরা। আবার এলাকার কাউন্সিলর, বিরোধী দলনেতা সাজিদ খানের দাবি, অশান্তি ঠেকাতে ব্যর্থ পুলিশ।

প্রশাসনের দাবি, এই ঘটনার উপর কড়া নজর রেখেছেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস নিজে। ইতিমধ্যেই আকোলায় অতিরিক্তি পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয়েছে রাজ্যের অন্যান্য প্রান্ত থেকে। সমস্ত পুলিশ সুপার ও কমিশনারদের বাড়তি সতর্কতা নিতেও বলা হয়েছে। গোটা ঘটনার পিছনে কি নিছকই বিচ্ছিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টই দায়ী নাকি সংগঠিত কোনও চক্র সক্রিয়, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিদ্যমান শস্য চুক্তির আওতায় শেষ জাহাজটি ইউক্রেন ছেড়েছে

ইউক্রেন ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা বলেছেন, আফ্রিকান নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল রাশিয়া ও ইউক্রেন সফরের পরিকল্পনা করছে। ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেন্সকি ইউরোপীয় নেতাদের বলেছেন, ইউক্রেনের আরও বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ক্ষেপণাস্ত্র, পাশাপাশি আধুনিক যুদ্ধবিমান প্রযোজন।

ইউক্রেন থেকে শস্য রফতানির অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আশায় থাকা আলোচকরা রাশিয়া কর্তৃক নির্ধারিত বৃহস্পতিবারের সময়সীমার মুখোমুখি হচ্ছেন। শেষ অনুমোদিত জাহাজটি বুধবার ইউক্রেন ত্যাগ করেছে। রাশিয়া অভিযোগ করেছে , তার শস্য এবং সার রফতানির সুবিধার্থে একটি চুক্তি পূরণ করা হয়নি। গত মার্চে রাশিয়া ব্ল্যাক সি শস্য উদ্যোগের মেয়াদ ৬০ দিনের জন্য বাড়াতে সম্মত হয়। গত আগস্ট থেকে জাতিসংঘ বিশ্ব বাজারে শস্যের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহের অনুমতি দিয়েছে।

জাতিসংঘের কর্মকর্তারা এ সপ্তাহে বলেছেন, রাশিয়ার বৃহস্পতিবারের সময়সীমা ছাড়িয়ে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক মঙ্গলবার বলেন, আমরা অবশ্যই একটি নাজুক পর্যায়ে রয়েছি। কোনও চুক্তি না থাকায়, প্রোগ্রামটি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত যৌথ কেন্দ্রটি ৪ মে থেকে কোনও নতুন জাহাজকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়নি। কোনও চুক্তি না থাকায়, প্রোগ্রামটি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত যৌথ কেন্দ্রটি অনুমোদিত হয়নি

ব্রাজিলে পেলের স্বর্ণখচিত সমাধি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হলো

ব্রাজিল ঃ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছে সর্বকালের সর্বসেরা ফুটবলার হিসেবে বিবেচিত পেলের মৃত্যুর ৬ মাস পর তার স্বর্ণখচিত, ফুটবল আকারে নির্মিত সমাধি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে পেলে ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে মৃত্যুবরণ করেন। তার প্রয়াণের পর তাকে ব্রাজিলের সান্তোসে অবস্থিত ইকিউমেনিকাল মেমোরিয়াল কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সমাধিস্থল হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অধিকারী এই সমাধিস্থলে ১৪টি তলা রয়েছে।

সমাধিস্থলে ঢোকার পথে ভক্তদের জন্য ও'রেই বা রাজা নামে পরিচিত পেলের ২টি লাইফসাইজ স্বর্ণখচিত মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। পেলের দেহাবশেষ কৃত্রিম ঘাসে আচ্ছাদিত একটি ২০০ বর্গমিটারে (২ হাজার বর্গফুটের চেয়েও বেশি) দীর্ঘ কক্ষের মাঝখানে বড় ও স্বর্ণের তৈরি একটি কাঠামোর ভেতর রাখা হয়েছে। এডসন আরানতেস দো নাসিমেন্তো পেলে হচ্ছেন পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি তিনটি ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছেন (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০)। পেলে তার ২ দশকের চেয়েও বেশি দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ১ হাজার ২৮১টি গোল করে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেন। তিনি সান্তোস (১৯৫৬-৭৪), দ্য নিউ ইয়র্ক কসমস (১৯৭৫-৭৭) ও ব্রাজিলের জাতীয় দলের পক্ষে খেলেন। পেলের দেহাবশেষ ধারণকারী সোনালী কাঠামোর ওপর একটি ক্রুশ রাখা হয়েছে। কাঠামোর ওপর কালো রঙে খোদাই করে তার গোল ও মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠিয়ে উদযাপন করার দৃশ্যটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুরো কক্ষে ফুটবল স্টেডিয়ামে তার ভক্তদের ছবি সম্বলিত ওয়ালপেপার দিয়ে সাজানো হয়েছে।

অবকাশকেন্দ্রের মতো এই সমাধিস্থলে একটি গাড়ির যাদুঘরও আছে। পেলের ১ হাজারতম গোলটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৭৪ সালে গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মার্সিডিজ বেনজ তাকে একটি এস২৮০ গাড়ি উপহার দেয়, যা এই যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

মোদী ম্যাজিক

কর্নাটকের জয়ের পরও কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানায়নি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল

কর্নাটকের ভরাডুবি নরেন্দ্র মোদীর জন্য কতটা দুশ্চিন্তার?

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের শাসক দল বিজেপির নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিস্টরা একটা কথা খুব গর্বের সঙ্গে বলে থাকেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের যে প্রান্তেই প্রচারে যান না কেন - একার ক্ষমতায় তিনি প্রায় দশ থেকে পনেরো শতাংশ ভোট 'সুইং' করাতে পারেন। বিগত প্রায় এক দশকে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসাম, মহারাষ্ট্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ - নানা রাজ্যেই এ জিনিস বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে, রীতিমতো পরিসংখ্যান দিয়ে তারা সেটা দেখিয়েও থাকেন।

কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কর্নাটকে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে সেই তথাকথিত 'মোদী ম্যাজিক' যে একেবারেই কাজ করেনি, সেই হিসেবও কিন্তু আছে হাতের কাছেই। ভোটমুখী কর্নাটকে নরেন্দ্র মোদী বারে বারে ফিরে গিয়েছিলেন, গোটা রাজ্যে তিনি মোট কুড়িটি জনসভা আর রোড শো করেছিলেন।

একটি রাজ্য পর্যায়ের ভোটে দেশের প্রধানমন্ত্রী এতটা সময় আর শক্তি ব্যয় করছেন, যা ছিল বেশ অস্বাভাবিক। কর্নাটক দখলে রাখতে তিনি যে মরিয়া ছিলেন, বোঝা যাচ্ছিল সেটাও।

অথচ এর মধ্যে রাজধানী ব্যাঙ্গালোর ছাড়া বাকি কোথাও বিজেপি দাগ কাটতে পারেনি। ব্যাঙ্গালোরের তিনটি আসন বাদ দিলে রাজ্যের যে আরও ১৭টি কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী প্রচার চালিয়েছেন, বিজেপি তার মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে জিততে পেরেছে।

বস্তুত কর্নাটক নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকেই শুধু প্রশ্নবিদ্ধ করেনি, ২০২৪-এ দেশের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কতটা ব্যহত হতে পারে - ওই রাজ্যের ফলাফল সেই প্রশ্নও কিন্তু তুলে দিয়েছে। কর্নাটকে কংগ্রেসের বিপুল বিজয়ের মধ্যে দিয়ে গোটা দক্ষিণ ভারত থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বিজেপি - ভারতের একটা বিরাট অংশে মোদীর দলের যে আবেদন বা গ্রহণযোগ্যতা নেই, সেটাও এখন স্পষ্ট।

বোধহয় তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ হল, সফল 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী যেভাবে কর্নাটকে জয় ছিনিয়ে এনেছেন - সেটা তাঁকে মোদীর সত্যিকার চ্যালেঞ্জার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবে বলেও অনেক পর্যবেক্ষক মনে করছেন।

কিন্তু কর্নাটক ভারতে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য প্রশস্ত করতে পারবে বলে আপাতত মনে হচ্ছে না - নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপির জন্য সেটা অবশ্যই আশার কথা। দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি বড় রাজ্যের মধ্যে (তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্নাটক, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্র) বিজেপি আজ পর্যন্ত শুধু কর্নাটকেই ক্ষমতায় আসতে পেরেছে। গত ১৩ই মে দক্ষিণের সেই শেষ দুর্গও তাদের হাতছাড়া হল। এখন তামিলনাড়ুতে ডিএমকে, কেরালায় সিপিআইএম, তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি, অন্ধ্রে ওয়াইএসআর কংগ্রেস এবং কর্নাটকে কংগ্রেস ক্ষমতায় - ভারতের রাজনীতিতে যে দলগুলোর সবই বিজেপির বিরোধী।

ব্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এস ওয়াই সুরেন্দ্র কুমার মনে করেন, দক্ষিণ ভারতে পায়ের তলায় শক্ত জমি খুঁজে পেতে বিজেপি যে জোরালো চেষ্টা চালাচ্ছিল কর্নাটকের পরাজয়ে তা বড় ধাক্কা খাবে। আঞ্চলিক নেতারা এখন নতুন উদ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বেন। তেলেঙ্গানায় অন্য পার্টি থেকে নেতাদের ভাঙিয়ে এনে বিজেপি যে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছিল, সেটাও অবধারিতভাবে হোঁচট খাবে, বিবিসিকে বলছিলেন তিনি।

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে সব মিলিয়ে মোট ১৩০টি লোকসভা আসন আছে, যার মধ্যে ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি মোট ২৯টি আসনে জিতেছিল। অর্থাৎ সারা দেশে তাদের একার শক্তিতে পাওয়া মোট ৩০৩টি আসনের মধ্যে দশ শতাংশেরও কম এসেছিল দাক্ষিণাত্য থেকে। ২৯টির মধ্যে আবার কর্নাটক একাই বিজেপিকে দিয়েছিল ২৫টি আসন।

পরিসংখ্যান বলছে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ধারা লোকসভা ভোটেও অব্যাহত থাকলে আগামী বছর কর্নাটক থেকে বিজেপির ৬টি বা ৭টির বেশি লোকসভা আসন পাওয়া সম্ভব নয়।

ড.সুরেন্দ্র কুমারের মতে, সংখ্যার বিচারে বিজেপির ক্ষতিটা হয়তো তত বিরাট হবে না, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সর্বভারতীয় আবেদনে এটা যে একটা বিরাট কালো দাগ তাতে কোনও সংশয় নেই।

যে প্রধানমন্ত্রী উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে বিজেপির চিরাচরিত প্রভাব বলয়ের বাইরেও দলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন - পূর্ব বা উত্তরপূর্ব ভারতেও দলকে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছেন - তিনি কেন দেশের একটা বড় অংশে দাগ কাটতে পারছেন না এই প্রশ্নটা এখন উঠবে বলেই পর্যবেক্ষকরা অনেকে মনে করছেন।

কর্নাটকের ফলাফল বেরোনোর পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রেন্ড করছে 'দ্য সাউথ ইন্ডিয়া স্টোরি' - যাতে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে দক্ষিণের কোনও রাজ্যেই কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় নেই।

এই 'মিমে'র নামটাও ধার করা হয়েছে 'দ্য কেরালা স্টোরি' থেকে - যে বিতর্কিত ছবিটির হয়ে প্রচার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজে!

বিগত এক দশকে ভারতের রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদীর যে অপ্রতিরোধ্য ইমেজ গড়ে উঠেছে, তার একটা বড় দিক হলো 'টিনা' ফ্যাক্টর - অর্থাৎ 'দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ'।

বিরোধী নেতাদের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর টক্কর নেওয়ার মতো কোনও উপযুক্ত নেতাই নেই, বিজেপিও খুব সযত্নে ও সচেতনভাবে এই ন্যারেটিভটিকে প্রোমোট করে এসেছে।

মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপিও ভারতের বিগত দু'টি সাধারণ নির্বাচনকে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের চেহারা দিতে অনেকটাই সফল হয়েছিল।

ফলে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিরোধী শিবিরের প্রধান নেতা কে, সেই প্রশ্নটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল - এবং সত্যি বলতে কী বিরোধী দলগুলোর কাছে তার কোনও জুৎসই জবাবও ছিল না।

কিন্তু কর্নাটকের সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী নিজেকে মোদীর বিকল্প হিসেবে অনেকটাই প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত তিনি যে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' করেছিলেন, সেই অভিনব জনসংযোগ সারা দেশেই যে কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'ভারত জোড়ো যাত্রা'র একটা বড় অংশ গিয়েছিল কর্নাটকের ওপর দিয়ে, আর দেখা যাচ্ছে সে সব এলাকায় কংগ্রেস রীতিমতো ভাল ফল করেছে। রাহুল গান্ধী ভোটের প্রচারেও ওই রাজ্যের মাটি কামড়ে ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস রাজনীতি কভার করছেন দিল্লির সাংবাদিক স্মিতা গুপ্তা। তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, এমন কী বিজেপির নেতাকর্মীরাও কিন্তু রাহুল গান্ধীকে আর 'পাপ্পু' বলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে পারছেন না। কারণ তারা জানেন, দেশ তাঁকে এখন সিরিয়াসলি নিচ্ছে। ফলে রাহুল গান্ধী একজন 'পার্টটাইম পলিটিশিয়ান' কিংবা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অভাব আছে - কর্নাটকের ফলাফল তাঁর বিরুদ্ধে এই সব সমালোচনাকে হয়তো থামাতে পারবে। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনের সময় নরেন্দ্র মোদীও হয়তো প্রথম পাবেন সত্যিকারের একজন 'চ্যালেঞ্জার'।

দু'হাজার চোদ্দ এবং ২০১৯য়ে পরপর দুটি সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি সারা দেশে মোট প্রদত্ত ভোটের যথাক্রমে ৩১ শতাংশ ও ৩৭.৪ শতাংশ পেয়েছিল। কিন্তু তাতে একক ক্ষমতায় গরিষ্ঠতা পেতে তাদের কোনও সমস্যাই হয়নি। রাজনৈতিক পন্ডিতরা অনেকেই বলে থাকেন, বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ভোট ভাগাভাগিই বিজেপির এই সাফল্যের একটা বড় কারণ। 'বিরোধী ঐক্যের সূচক' বা 'ইনডেক্স অব অপোজিশন ইউনিটি' (আইওইউ) যত দুর্বল হয়, 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' প্রথায় সবচেয়ে প্রভাবশালী বা ক্ষমতাসীন দলটির জয় ততই সহজ হয় বলে

সাধারণভাবে ধারণা করা হয়।

এই মুহূর্তেও ভারতের বিভিন্ন বিরোধী দল আগামী সাধারণ নির্বাচনে 'একের বিরুদ্ধে এক' ফর্মুলায় লড়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, অর্থাৎ বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিটি আসনে একজন বিরোধী প্রার্থীকে দাঁড় করাতে চাইছে। কিন্তু কর্নাটকের নির্বাচনী ফলাফল সেই চেষ্টাকে সহজ করার বদলে আরও কঠিন করে তুলতে পারে।

কারণ, ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক দল বিজেপিকে হারাতে চাইলেও কংগ্রেসও তাদের অন্যতম প্রতিপক্ষ। বিরোধী জোট তৈরি হলেও সেটা কংগ্রেসের নেতৃত্বে হোক, এটা মমতা ব্যানার্জি, নীতিশ কুমার, অখিলেশ যাদব বা কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের মতো রাজ্য স্তরের নেতারা অনেকেই চান না। বিরোধীরা গরিষ্ঠতা পেলে এঁদের অনেকেই প্রধানমন্ত্রিত্বেরও দাবিদার।

ফলে কর্নাটকে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব সাফল্য ওই দলটিকে বিরোধী জোটে নেতৃত্বের দাবিদার করে তুলবে - এই আশঙ্কাটা তাঁদের আছে পুরো মাত্রাতেই। সম্ভবত এই কারণেই কর্নাটকের জয়ের পরও কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানায়নি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল। কে চন্দ্রশখর রাও বা অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা কংগ্রেসের বিজয়ে খুশি হয়েছেন, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ফলে কর্নাটকে কংগ্রেসের বিজয় আগামী বছর বিরোধী ঐক্যের চেহারাকে আরও ছিন্নভিন্ন করে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই - যেটা হয়তো নরেন্দ্র মোদীর জন্য শাপে বর হয়ে দেখা দেবে!

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

কথাই নির্দেশ, প্রতিটি কথা নোট করে নেওয়ার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

মুখ্যমন্ত্রীর কথা ভুলে যাচ্ছেন জেলাশাসক এবং প্রশাসনের ব্যক্তিরা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আযোজিত জনসভা কিংবা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নানা বিষয়ে জেলাশাসক এবং প্রশাসনের ব্যক্তিদের 'এটা অল্প দেখবেন' ইত্যাদি ধরনের কথা বলার নজির রয়েছে। এটাই তার নির্দেশ বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ফলে তার প্রতিটি কথা নোট করে নেওয়ার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এটা প্রায়ই হচ্ছে যে তার কথা ভুলে যাচ্ছেন জেলাশাসক এবং প্রশাসনের ব্যক্তিরা। তিনি বলেন হয় তার কথায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, অথবা তার কথা জেলা শাসকরা ভুলে যাচ্ছেন। ফলে প্রত্যেক জেলা শাসককে সঙ্গে নোটপ্যাড ল্যাপটপ ইত্যাদি রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত তিনসুকিয়া এবং ডিব্রুগড় জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৫, ১৬ এবং ১৭ মে তিনদিনের পঞ্চম জেলাশাসকদের বৈঠক আযোজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বৈঠকের দ্বিতীয় দিন তিনসুকিয়ায় আযোজিত এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বিভিন্ন সময়ে নানা অনুষ্ঠানে সাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মত মতবিনিময় করা কালীন বহু কথা বলা হয়। সেই কথাগুলো এক একটি নির্দেশ। জেলাশাসক অথবা প্রশাসনের ব্যক্তিরা মনে করেন ভিড়কে ছত্রভঙ্গ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে কোন কথা বলে দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা নয়। তিনি যেটা বলছেন সেটা নির্দেশ হিসেবে পালন করতে হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সচরাচর দেখা যায় একই নির্দেশ ৩-৪ বার জেলা শাসকদের দিতে হয়। অর্থাৎ তার বলা কথাগুলো হয়তো পাত্তা দেওয়া হয় না কিংবা ভুলে যান জেলা শাসকরা। ফলে ভবিষ্যতে তার প্রতিটি কথা নোট করে নেওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি বলে আসা কথাগুলো পালন করা হচ্ছে কিনা সেটা ভেবে তার রাতে ঘুম আসে না। টেনশন হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে সেটার খবর নিতে হয়। জেলাশাসকরা লজ্জা পাবেন ভেবে তাদেরকে পুনরায় সেটা জিজ্ঞেস করেন না তিনি। ফলে এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রত্যেক জেলা শাসককে সেই জেলার সর্ব দিক দিয়ে দায়িত্ব নিতে হবে। সরকারি যাবতীয় প্রকল্পগুলো সঠিক রুপায়নের ক্ষেত্রেও জেলা শাসকদের মননিবেশ করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। পঞ্চম জেলাশাসক সম্মেলনে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা সমভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন রাজ্য সরকার গত দুই বছরে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন তথা এক নতুন আশায় ভরা অসম নির্মাণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বপ্নের যাত্রা শুরু করেছে। এই সময়ে রাজ্য সরকার বহু প্রাপ্তির সুখ অনুভব করার পাশাপাশি বহু নতুন যাত্রার দিক অংকন করতে সক্ষম হয়েছে। লাচিত বরফুকনের ৪০০ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন, ১১ হাজারের অধিক বিহু নর্তকী এবং ঢোল বাদকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিহু প্রদর্শন করা, বড়ো চুক্তি, কার্বি চুক্তি, ডিমাসা চুক্তি, আদিবাসী চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যের শান্তির এক অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে রাজ্যে এক আঃদোলন বিবর্জিত পরিবেশ পাওয়া গেছে। তাছাড়া অসমের বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে ফলে রাজ্যে উদ্যোগিক ক্ষেত্রে বিনিযোগের রাস্তা প্রশস্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত দুই বছরে অসমে ১৫ হাজার কোটির অধিক টাকার বিনিযোগ হয়েছে।

তিনি বলেন রাজ্যে ব্যাপক পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। গড হিসেবে প্রতিবছর পঁচিশ হাজার কোটি টাকা মূলধন ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে সরকার। রাজ্যের জিডিপি ২০২৩-২৪ সালে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা স্পর্শ করতে সক্ষম হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার ধারণা করছে। রাজ্য সরকার জিএসটি এবং অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি সুন্দর পৃষ্ঠভূমি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি চা উদ্যোগের ক্ষেত্রেও সুফল দেখাতে সক্ষম হয়েছে অসম। রাজ্যে অব্যাহত থাকা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কথাও এক এক করে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রকল্প রূপায়ণে পিছিয়ে থাকা জেলাশাসকরা এক্ষেত্রে তৎপর হতে হবে। উন্নতি করা জেলাগুলোতে গিয়ে সবিস্তার খতিয়ে দেখতে হবে পিছিয়ে পড়া জেলার জেলাশাসকদের। আসন্ন ছয় মাস মুখ্য সচিব, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং অভিভাবক মন্ত্রী তথা অভিভাবক সচিবরা পিছিয়ে থাকা জেলাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে ভ্রমণ করে সেখানে প্রদর্শন উন্নত করার জন্য বিভিন্ন দিক তদারক করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন প্রশাসনে কেন্দ্র হিসেবে জেলাশাসকরা কিভাবে নিজেদের কার্য সম্পাদনা করবেন সম্মেলনে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। একটি জেলা অর্থনৈতিকভাবে কোন দিকে গতি করছে সেটা জানা অত্যন্ত প্রযোজন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত সম্মেলনে অংশগ্রহণের আগে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনসুকিয়ায় নবনির্মিত সম্মেলন কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। ১৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মিত এই অত্যাধুনিক সম্মেলন কেন্দ্রটিতে আলোচনা কক্ষ, অতিথি কক্ষ ইত্যাদি সহ নানা সুবিধা করা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান গতকাল থেকে শুরু হওয়া জেলা শাসকদের সম্মেলনে জেলাশাসকদের পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত করে রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী এবং একজন অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের সঙ্গে সারা দিনব্যাপী সমীক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০ টা থেকে রাত নটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকায় সমীক্ষা বৈঠকে প্রত্যেক জেলাশাসক প্রেজেঃটেশন তুলে ধরেছেন এবং একজন মন্ত্রী তথা অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সেই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আগামীকাল সম্মেলনে বারোটি ফ্লাগশিপ প্রোগ্রাম রাজ্যে কিভাবে রুপায়ন করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন প্রত্যেক ছয় মাসের অন্তরালে অনুষ্ঠিত পরবর্তী জেলাশাসকদের সম্মেলন উত্তর লক্ষীপুরে অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া জুনে বঙাইগাঁও জেলায় পুলিশ সুপারদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, অতুল বরা, ইউ জি ব্রহ্ম, কেশব মহন্ত, পরিমল শুক্লবৈদ্য, অজন্তা নেওগ, চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী, ডাঃ রণোজ পেগু, যোগেন মোহন, সঞ্জয় কিষান, অশোক সিংহল, বিমল বরা, নন্দিতা গার্লসা ছাড়াও কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুর সহ রাজ্য সরকারের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যু ঘিরে গভীর রহস্য : দুর্ঘটনা, পরিকল্পিত হত্যা অথবা আত্মহত্যা, আসল তথ্য উদঘাটনের জন্য সিআইডি তদন্তের ঘোষণা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই মৃত্যু বর্তমানে এক গভীর রহস্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সরল ভাবে দেখা গেলে গতকাল মধ্যরাতে জখলাবন্দা সরুভগীয়ায় নিজে চালিয়ে যাওয়া অল্টো গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে এসআই জোনমণি রাভার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে বলে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। এসআই জোনমণি রাভার নাম বিভিন্ন কারণে সচরাচর ভাবে সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম দখল করেছে। কিন্তু এই সাহসী, অতি সক্রিয়, বিতর্কিত, স্বনামধন্য মহিলা পুলিশ অফিসারের সাম্প্রতিক কর্মজীবনের কয়েকটি ঘটনার ফলে এই মৃত্যুকে শুধুমাত্র দুর্ঘটনা বলে মানতে নারাজ একাংশ। পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য এবং পরিচিত ব্যক্তিদের দাবি অনুযায়ী এটা এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তবে অত্যাধিক মানসিক চাপের ফলে এসআই জোনমণি রাভা আত্মহত্যা করেছেন বলেও একাংশ মনে করেছেন। নগাঁও জেলার একটি থানায় ওসি হিসেবে কর্মরত থাকা এসআই জোনমণি রাভা নিজের মাসির অসুস্থতার জন্য দুদিন আগে গুয়াহাটি মহানগরের কাহিলীপাড়ার দক্ষিনগাও স্থিত নিজের বাড়িতে এসেছিলেন। বাড়িতে রয়েছেন মা এবং অসুস্থ দাদা। অবশেষে সোমবার রাত দশটা নাগাদ মাকে সঙ্গে নিয়ে নগাঁও ফিরে যান তিনি। মাকে সরকারি বাসভবনের রেখে তিনি নগাঁও সদর থানায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ বেরিয়ে নিজের গাড়ি চালিয়ে কোথাও বেরিয়ে যান তিনি। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে রাত দেড়টা থেকে আড়াইটার মধ্যে জখলাবন্দা সরুভগীয়ায় নিজে চালানো অল্টো গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে এসআই জোনমণি রাভার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে পুলিশের তদন্তে দেখা যায় যে দুর্ঘটনার সময় বাঁদিকে থাকা অল্টো গাড়ির উল্টো ডান দিক ধরে আসা একটি কন্টেইনার ট্রাক কাছাকাছি আসার সময় এসআই জোনমণি রাভা নিজে চালানো অল্টো গাড়িটি ডানদিকে নিয়ে যান। এর ফলে অল্টো গাড়ি এবং সেই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হয়েছেন। এমনকি পরবর্তীকালে এটা দেখা গেছে সেই ট্রাকটি ব্রেক কষার ছাপ সড়কে রয়েছে। কিন্তু এসআই জোনমণি রাভা নিজে চালানো অল্টো গাড়িটির ব্রেক কষার কোনো ছাপ সড়কে নেই। অন্যদিকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মৃত্যুর আগেই কাল রাতে হঠাৎ জোনমণি রাভা নিজের হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি কালো করে রেখেছিলেন। এই কয়েকটি ধারাবাহিক ঘটনার মাধ্যমে তিনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন বলে অনেকটা প্রমাণিত হওয়ায় এক্ষেত্রে আত্মহত্যার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এসআই জোনমণি রাভার মাতৃর মন্তব্য ঘিরে এক বিপরীত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। মাতৃর মতামত অনুযায়ী গতকাল রাতে সরকারি বাসভবনে একা থাকার সময় আড়াইটা তিনটা নাগাদ তিনজন পুলিশ কনস্টেবল সহ দুই অফিসার এসে বাড়িতে তল্লাশি চালান। জোনমণি রাভার মাতৃর কাছ থেকে আলমিরার চাবি নিয়ে সেটা খুলে নগদ এক লাখ টাকা সহ অন্যান্য কিছু নথিপত্র নিয়ে গেছে পুলিশের দলটি। বিভিন্ন পশুধন বিক্রি করে বহুদিন ধরে জমানো টাকা পুলিশের দলটি তল্লাশি অভিযানের সময় নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এসআই জোনমণি রাভার মা। তবে এই মহিলা পুলিশ অফিসার মৃত্যু সংক্রান্তের সেই সময় তাকে কোনো তথ্য জানানো হয়নি বলে মাতৃ মন্তব্য করেছেন। হঠাৎ কাল রাত এসআই জোনমণি রাভার বাসভবনে পুলিশের তল্লাশি অভিযান যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গত ৬ মে উত্তর লক্ষীমপুরের জনৈকা আমিনা খাতুনের পুত্র অজগর আলীকে গ্রেপ্তার করা প্রসঙ্গে এসআই জোনমণি রাভা সহ মোট আট জনের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল হয়েছে। আমিনা খাতুন উত্তর লক্ষীমপুর থানায় এই এজাহার দাখিল করে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার পুত্রকে গ্রেফতার করা কালীন বাড়ি থেকে ৮০ হাজার টাকা সহ সোনার গয়না এবং নথিপত্র নিয়ে যায় পুলিশ। অবশেষে এক্ষেত্রে এসআই জোনমণি রাভা ছয় লক্ষ টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই মহিলা পুলিশ অফিসারকে ইতিমধ্যে নগদ ৩ লক্ষ টাকা এবং গুগল পের মাধ্যমে ৩ লক্ষ টাকা দিয়েছেন বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন আমিনা খাতুন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও বর্তমান এক রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। আসলে কি ঘটেছিল সেক্ষেত্রে পুলিশের তদন্তে বিস্তারিত প্রকাশ পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য কয়েক বছর আগে এক মামলার জন্য গ্রেফতার হয়ে কারাগারে বন্দী ছিলেন এসআই জোনমণি রাভা। অবশেষে তিনি এক্ষেত্রে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে এসআই জোনমণি রাভার মৃতদেহ নগাঁও থেকে গুয়াহাটি মহানগরের কাহিলীপাড়ার দক্ষিনগাও স্থিত তার বাসভবনে নিয়ে আসে অসম পুলিশের একটি দল। সুসজ্জিত একটু বাহনে কফিনে এই মৃতদেহ আনা হয়েছিল। জোনমণি রাভার মৃতদেহ বাসভবনে পৌঁছানোর পর সেখানে এক শোকাকোল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রিয় জোনমণির জন্য কান্নায় ভেঙে পড়েন। মৃতদেহকে শেষ সম্মান জানাতে উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তি এই মৃত্যুর ক্ষেত্রে গভীর রহস্য থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে উপস্থিত এক মহিলার মন্তব্য অনুযায়ী এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাতে জোনমণি রাভার অল্টো গাড়িটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ জোনমণি রাভার শরীরে কোনো বড় ধরনের আঘাত দেখা যায়নি। শুধুমাত্র তার কপালে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত সন্দেহ জনক বলে সেই মহিলা মন্তব্য করেছেন। অসুস্থ বড় ভাই জোনমণি রাভার মোবাইল পরীক্ষা করার দাবি জানিয়েছেন। মা এবং মাসি রাতে হওয়া পুলিশের তল্লাশি অভিযান এবং এক লক্ষ টাকা নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে বারংবার মন্তব্য করেন। এসআই জোনমণি রাভার সহকর্মী মহিলা পুলিশ অফিসারেরা সেখানে উপস্থিত হয়ে বান্ধবীর সঙ্গে থাকা স্মৃতির নানা তথ্য স্মরণ করে শোকে ভেঙে পড়েন। জোনমণি রাভা ২০১৭ সালে প্রথম চাকরিতে যোগদান করা নগাঁও এর গড়মুরা থানায় তাকে সহকর্মীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। অবশেষে ওদালবাক্রা শ্মশানে শেষকৃত সম্পন্ন করা হয়। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যান পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সাহসী এই মহিলা পুলিশ অফিসার। এই মৃত্যু সম্পর্কে নানা ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ফলে অবশেষে এর আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য ঘটনার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। এক্ষেত্রে তিনি এক টুইট করে সবিস্তার জানিয়েছেন।

চোদ্দো দফা দাবিতে বীরভূমে স্মারকলিপি পথ অবরোধ আশা কর্মীদের

বীরভূম (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ আশা কমীদের ফিক্সড বেতন ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে,সাড়ে চার হাজার টাকা দেওয়ার নাম করে সমস্ত ধরনের অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেওয়া চলবে না,কোভিড আক্রান্ত কর্মীদের জন্য ঘোষিত এক লক্ষ টাকা সকলকে দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে সহ চোদ্দো দফা দাবিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ আশাকমী ইউনিয়ন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বীরভূম জেলা কমিটি বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সিউড়ি অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করে । জেলা সম্পাদিকা মাধবী সিনহা বলেন, জেলায় প্রায় পাঁচহাজার আশাকমী আছে । স্বাস্থ্যকমী স্বীকৃতি দিতে হবে । গৃহ সমীক্ষার কাজ দিয়েছে আশাকমীদের । সেই কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি পরিবার হেনস্থা করছে । এএমএমরা যেকাজ করতো সেগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে । সাড়ে চার হাজার টাকা বেতন দিয়ে সত্তরহাজার টাকার কাজ করিয়ে নিচ্ছে ।

সিউড়িতে মাঠে উল্টালো চালবোঝাই মিনি ট্রাক

সিউড়ি - সিউড়ি বোলপুর রাস্তার শলখানা মোড়ের কাছে সোমবার দুপুরে একটি চাল বোঝাই মিনি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল মাঠের মধ্যে । চালক আহত হয়েছে তাকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নেওয়া যাওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে । মিলের কমী মিঠুন মন্ডল বলে, আমোদপুর থেকে সিউড়ি সরকারি গোডাউনে চাল যাচ্ছিলো । একটা বাস রেষারেষি করায় ট্রাক খালে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর কাজ শুরু

সিউড়ি - রবিবার চোদ্দো মে সকাল দশটা নাগাদ রেঙ্গুনা গ্রামে ধান ঝাড়াই মেশিনের সঙ্গে বিদ্যুতবাহী তারের সংস্পর্শে তড়িদাহত হয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় দুই শ্রমিক ভাই । মৃতরা হলো - হরিয়ানা রাজ্যের বিকাশ তোমর এবং বিষ্ণু তোমর । জখম একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা । বিদ্যুতবাহী তার অত্যনত নিচু হওয়ার ফলে দুর্ঘটনা । বারবার বিদ্যুতদপ্তরকে বলা সত্ত্বেও ব্যবসথা করে নি অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । ঘটনাস্থলে যায় সদাইপুর থানার পুলিশ । মৃতদেহ তুলতে গেলে পুলিশকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে গ্রামবাসীরা । পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে । রবিবার দুঘটনার পর সোমবার কাজে লাগলো বিদ্যুৎ দপ্তর । নীচু ঝুলে থাকা তারগুলো উঁচু করে ।

রাজভবনের নির্দেশে

সিউড়ি - দেউচা পাঁচামী কয়লাখনি প্রকল্প বাতিলের দাবিতে গত চোদ্দো এপ্রিল আদিবাসী অধিকার মহাসভার পক্ষ থেকে কলকাতা রাজভবনে গিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় । তারই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার রাজভবনের নির্দেশে তিনজন প্রতিনিধি এসে আদিবাসী অধিকার মহাসভার নেতাদের দেখা করে কথা বলেন । আহ্বায়ক জগন্নাথ টুডু বলেন, রাজভবনের নির্দেশে প্রতিনিধি দল এসে আধ ঘন্টা আমাদের সঙ্গে কথা বলে ।

ফল বিক্রেতার স্ত্রীর ব্রেস্ট ক্যান্সারের অস্ত্রোপচার সিউড়ি হাসপাতালে

সিউড়ি - ব্রেস্ট ক্যান্সারের অস্ত্রোপচার করে ক্যানসার চিকিৎসায় আশার আলো জাগিয়ে তুললো সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল । হাসপাতাল চত্বরে ফল বিক্রি করে বিশ্বজিৎ আচার্য্য । বিশ্বজিতের স্ত্রী বাহান্ন বছর বয়সী অন্নপূর্ণা আচার্য্যের বামদিকের স্তনে ক্যান্সারের সফল অস্ত্রোপচার হলো চিকিৎসক অমিতপ্রকাশ সিং এবং অংশুমান মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে তেরো মে শনিবার । বিশ্বজিৎ বলেন, দুইমাস আগে ধরা পড়েছে । স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু সাহায্য করে নি । মেয়ে পূজা মুখ্যাজী বলেন, ফুসকুড়ি হয়েছিল আস্তে আস্তে ফুলছিল । বাযোসি করায় ধরা পড়ে ক্যানসার হয়েছে । অস্ত্রোপচারের পর মা এখন সুস্থ আছে । হাসপাতালের বাইরে পরীক্ষা ও ওষুধ মিলে ছত্রিশহাজার টাকা খরচ হয়েছে । গয়না বন্ধক রেখে খরচ করেছি । আমার স্বামী পাঁচামীতে কাজ করে ।

বীরভূমে আধঘন্টার শিলাবৃষ্টিতে স্বস্তি

বীরভূম ঃ তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছিল বীরভূম জেলা । হাঁসফাঁস করছিল জেলার বাসিন্দারা । বুধবার দুপুর তিনটার পর থেকে দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই, প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর গ্রাম সহ বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে শিলাবৃষ্টি । ভবানীপুরে বড়ো বড়ো শিলা পড়তে থাকে । অনেকে সেইগুলো কুড়িয়ে রাখে । আধঘন্টার বেশী সময় ধরে চলে শিলা বৃষ্টি । এখনো পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া না গেলেও চারিদিকে একটু শীতল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিমত জেলার বাসিন্দাদের । শিলা বৃষ্টিতে আম সহ আনাজ চাষে ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা চাষীদের ।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের সূচনা

জলপাইগুড়ি ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২ তম জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চূড়াভান্ডার ভেল ভেলা উচ্চ বিদ্যালয়ের (দ্বাদশ) প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হল মঙ্গলবার । এদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক অশ্বিনী রায় , ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস , জয়েন্ট বিডিও মহঃ কাজী মোবিন , প্ল্যাটিনাম জুবিলি কমিটির সভাপতি মনোজ রায় , স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক চন্দন ভৌমিক প্রমুখ । জানা গেছে , ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের চূড়াভান্ডার ভেলভেলা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় ভেলভেলা মল্লিক । ২০২০ সালে বিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি হয় । কিন্তু করোনা মহামারি সহ নানা সমস্যার কারণে সেই সময় বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি উৎসব পালন করা সম্ভব হয় না । তাই এবছর স্কুলের পক্ষ থেকে বছর ব্যাপি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । ২৫ বৈশাখ কবি প্রণাম জানিয়ে সেই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় । আগামী ডিসেম্বরে জৌলুস পূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক চন্দন রায়

একই রাতে দুই ব্যবসায়ীকে মারধর করে নগদ অর্থ এবং বোলেরো গাড়ি, ছিনতাই

মালদা ঃ একই রাতে দুই ব্যবসায়ীকে মারধর করে ছিনতাই।এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ছিনতাই নগদ অর্থ এবং বোলেরো গাড়ি, অন্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ছিনতাই নগদ অর্থ এবং ল্যাপটপ। আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে শূন্যে গুলি চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা। লোহার রড দিয়ে মারধর। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যবসায়ী।পুলিশের তল্লাশিতে আটক দুই সন্দেহভোজন।প্রশ্নের মুখে এলাকার নিরাপত্তা। আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ বিজেপির।পুলিশ সক্রিয় রয়েছে বলে পদক্ষেপ নিয়েছে পাল্টা তৃণমূল।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঘটনা।হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার ব্যবসায়ী শুভম আগরওয়াল। গতকাল রাত ২ টো নাগাদ ব্যবসার কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী কুমেদপুরে, কুমেদপুর ক্লাবের পাশে নাকা চেক পয়েন্টে তার পথ আটকায় একদল দুস্কৃতি। মাথায় আগ্নেয়স্ত্র ঠেকিয়ে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে তার কাছে থাকা নগদ কয়েক হাজার টাকা এবং একটি ল্যাপটপ নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। যাওয়ার সময় আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য তারা শূন্যে গুলি চালায় বলে অভিযোগ।ঘটনাস্থল থেকে শুভম আগরওয়াল কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করান স্থানীয়রা। এদিকে ভোর ৫ টা নাগাদ রামসিমুল গ্রামের ব্যবসায়ী সেফিকুল আলীর গাড়ির চালক তার বোলারো গাড়ি নিয়ে কুমেদপুরের দিকে ব্যবসার কাজে যাচ্ছিল।নীলকুটি ঈদগাহের পাশে পাঁচ থেকে ছয় জন দুস্কৃতী তাকে আক্রমণ করে। মাথায় আগ্নেয়স্ত্র ঠেকিয়ে মারধর করে নগদ টাকা ছিনতাই করে গাড়ি থেকে নামিয়ে বোলারো গাড়িটি নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। দুইটি ঘটনায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ইতিমধ্যে দুইজন সন্দেহভজনকে আটক করেছে।তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দুটি ঘটনায় একই দুস্কৃতিদল জড়িয়ে রয়েছে কি না সেটিও খতিয়ে রাখা হচ্ছে। এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। অন্যদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। যদিও বিজেপির কথাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। ব্যবসায়ী সেফিকুল আলী বলেন, আমার গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে কুমেদপুর যাচ্ছিল। পথ আজকে ওকে মারধর করে নগদ টাকা এবং গাড়ি নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুস্কৃতী

এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা কংগ্রেসের মহা ভুল ছিল, এর পুনরাবৃত্তি হবে না মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার

মিত্রতার জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে প্রতিক্রিয়া মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত নির্বাচনে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা করাকে 'মহা ভুল' আখ্যা দিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন এই ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না। মানুষ একবারই ভুল করে। বার বার এক ভুল করে না মানুষ। এখানেই মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য। তেলেঙ্গানায় লোক ভাড়া করে এনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রচার সভা করছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। গুয়াহাটি মহানগরের দলীয় মুখ্য কার্যালয় রাজীব ভবনে সোমবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন কর্নাটকের নির্বাচনের ফলাফল দলের নেতা কর্মীদের মধ্যে এক নতুন উৎসাহ জাগিয়ে দিয়েছে। বজরং বলির আশীর্বাদ কংগ্রেসের উপর ছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন হনুমানের গদার ব্যাপক আঘাতে তছনছ হয়ে গেছে বিজেপি। এভাবে যে বিজেপি হনুমানের গদার মার খাবে এটা তিনি নিজেও কল্পনা করতে পারেনি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাবে সভাপতি ভূপেন বরা বলেন শ্রী রাম শুধু কি বিজেপির, কংগ্রেসের নয় কি। উল্লেখ্য কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির দলীয় মুখ্য কার্যালয় রাজীব ভবনে জয় শ্রী রামের শ্লোগান শুনা গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বিজেপি কি শ্রী রামের ঠেকা নিয়ে রেখেছে কি। শ্রী রাম কি বিজেপির পৈত্রিক সম্পত্তি নাকি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। ভূপেন বরা বলেন তিনি আগে ভাওনাতে শ্রী রমের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এখনও তিনি রামের মালা পরে রয়েছেন। তিনি আগে আল্লাহ হু আকবর বলতেন কি সেই কথা উল্লেখ করে কংগ্রেস সভাপতি বলেন তিনি অনেক আগের থেকেই শ্রী রামের ভক্ত।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন তেলেঙ্গানায় লোক ভাড়া করে এনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রচার সভা করছেন। তেলেঙ্গানায় শুধু মাত্র একজন বিজেপি বিধায়ক রয়েছেন। কিংবদন্তি ক্রিকেটের সচিন তেন্ডুলকর কখনও শূন্যতে আউট হয়ে হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে সভাপতি ভূপেন বরা বলেন সচিন তেন্ডুলকর যেভাবে অবসর নিয়েছেন, ঠিক সেই ভাবে বিজেপি নেতাদের অবসর নেওয়ার সময় এসে গেছে। আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মুখ্য বৃহৎ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন বর্তমান ৪ টি রাজ্যে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে। খুব শীগ্র আরো ৩ টি রাজ্যে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছে। ফলে আগামী দিনে মোট ৭ টি রাজ্যে প্রত্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রী থাকা কংগ্রেস আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক সফলতা অর্জন করতে চলেছে বলে দৃঢ় সুরে ঘোষণা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

এইদিকে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা কংগ্রেসের মহা ভুল ছিল বলে সভাপতি ভূপেন বরার মন্তব্য এর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন একদা এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা থাকার জন্য সভাপতি ভূপেন বরা ক্ষমা চান নি। তাকে এক্ষেত্রে ক্ষমা চাইতে হবে। অসমীয়ার বিরুদ্ধে থাকা এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে সভাপতি ভূপেন বরার ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। অন্যদিকে এআইইউডিএফ বিধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন বিজেপি বিরোধী মিত্র জোটে সামিল হওয়ার জন্য তাদের তৎপরতার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের হিংসা হচ্ছে কেনো। শুধুমাত্র বিজেপি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে অংশীদার হবার জন্য এআইইউডিএফ প্রচেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস কেনো জ্বলে যাচ্ছে। মূলত প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষোভ এখানেই যে তারা যেভাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার থেকে টাকা নিচ্ছে তারা চাইছে এআইইউডিএফ একই ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে থেকে টাকা নিক। এআইইউডিএফ পাটনা গিয়ে নীতিশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক করছে, মুম্বাই পৌঁছে শরদ পাওয়ারের সঙ্গে আলোচনা করছে এটা অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সহ্য হচ্ছে না বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক রফিকুল ইসলাম।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সারা দেশ জুড়ে এক চর্চিত নাম হয়ে ওঠার দাবি মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

প্রতিটি রাজনৈতিক দলে অসন্তোষ থাকা স্বাভাবিক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পরেই মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম জুড়ে দিলেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে বর্তমান সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম সারা দেশজুড়ে চর্চিত হচ্ছে। অসম তথা উত্তরপূর্ব থেকে একজন নেতার নাম এভাবে সারাদেশে ছড়িয়ে যাওয়াটি এক আনন্দের বিষয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ষ্টার ক্যাম্পেনার হিসেবে সে রাজ্যে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে কর্নাটকের মোট ১১ টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার সবাই অংশ নিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হওয়া ফলাফলে এই ১১ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটিতে জয়লাভ করেছে বিজেপি। এরপর থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম সারা দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে চর্চিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে স্টার ক্যাম্পেনার হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সফলতার হার ৪৫ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ফলাও ভাবে ছাপা হয়েছে। বৈদ্যুতিক মাধ্যমে এই বিষয় নিয়ে চর্চা চলছে। এমনকি সামাজিক মাধ্যমেও মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছেন। এই বিষয়টি আলোচনার জন্যই সাংবাদিকদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র নিউজ ম্যাগাজিনে মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়ের চর্চা আগের তুলনায় তীব্র হয়েছে। এটা সবার জন্য সুখবর। অসমবাসীর জন্য এটা তৃপ্তিদায়ক খবর। শুধুমাত্র অসম নয় সারা উত্তরপূর্বের জন্য ভালো খবর। কারণ সমগ্র এই অঞ্চল থেকে একজন শক্তিশালী নেতা ভারতের পটভূমিতে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন, তিনি একজন বিজেপি সদস্য হিসেবে কিংবা একজন মন্ত্রী হিসেবে নয় একজন অসমের ব্যক্তি হিসেবে এই বিষয়টা নিয়ে গৌরবান্বিত। তবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্ষেত্রে অনেক কষ্টও করেন। তিনি যেভাবে কাজ করেন সেটা প্রত্যেকেই জানেন। গত দুই বছরে অসমে যেভাবে কাজ হয়েছে বহু বছর যাবত সেই কাজ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটিই স্বপ্ন। অসমকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। রাজনৈতিকভাবে, আর্থিকভাবে এবং উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে অসমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তৎপর হয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ফলে হয়তো জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে অথবা ভারতের রাজনীতির মানচিত্রে মুখ্যমন্ত্রী এভাবে গুরুত্ব পাচ্ছেন বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বহু উপরে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বারের জন্য ফের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন। এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই বলে দৃঢ় সুরে ঘোষনা করেছেন তিনি।

তিনি বলেন অনেকে বলতে পারেন কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হার হয়েছে। সেটা স্বীকার করে তিনি বলেন হয়তো স্থানীয় সরকার গত চার বছরে সেই রাজ্যের আমজনতার চাহিদা অনুসারে কাজ করতে পারেননি। এর জন্য বিজেপি পরাজিত হয়েছে। তবে এই ফলাফল জাতীয় স্তরে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এর কারণ গত কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনেও একইভাবে কংগ্রেস সরকার গঠন করার পর বিজেপি কেন্দ্রে শাসনে এসেছিল। অর্থাৎ কর্ণাটকের যে দল সরকার গঠন করে তার ঠিক বিরোধী দলটি কেন্দ্রে সরকার গঠন করার নজির বহুবার পাওয়া গেছে। তবে এটা কাকতালিয়া বিষয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রতিবার লোকসভা নির্বাচনের ছয় মাস আগে তিনটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনটি রাজ্যেই বিজেপি পরাজিত হয়েছিল। অথচ এর ছয় মাস পরেই কেন্দ্রে ৩০৪ টি আসন দখল করে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় ফিরে এসেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন এটা সম্ভব হয়েছে এর একমাত্র কারণ গত নয় বছরের শাসনকালে কেন্দ্রীয় সরকারে বিরুদ্ধে একটিও দুর্নীতির অভিযোগ নেই।

অন্যদিকে বিজেপির মধ্যে অসন্তোষ এবং অন্তরকলহ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন এই ধরনের এক দুজন ব্যক্তি থাকবেই। তাছাড়া এইভাবে এক দুজন ব্যক্তি থাকা উচিতও, যাতে ভুল গুলো দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তিনি স্বয়ং মন্ত্রী বলে তার কোনো ভুল হবে না এটা হতে পারে না। ১০০ ই ভালো কাজ হচ্ছে এটা সম্ভব নয়। ভুল হতেই পারে। তবে সেটি দেখিয়ে দিলে সেই ভুল শোধরানোর ব্যবস্থা করা যায়। তবে এই ভুল ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের দল কিভাবে গ্রহণ করছে সেটাই মূল বিষয়। কংগ্রেসে অহরহভাবে এইসব চলছে। কিন্তু কংগ্রেস এই বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু বিজেপি এটাকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। ফলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে অসন্তোষ থাকা স্বাভাবিক বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

শিশু নির্যাতনকারী ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং দুই পরিচারিকাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ পঙ্ক আদালতের

শিশু সুরক্ষা সমিতি এবং পুলিসের মধ্যে বৈঠক, শিশু সরবরাহ কাণ্ডে আরেক মহিলা আটক, বহু নতুন নতুন তথ্যের খোলাসা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা দেশজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী গুয়াহাটি মহানগরের ভয়াবহ ডাক্তার দম্পতির শিশুর নির্যাতনের মামলায় বর্তমান অবৈধ ভাবে শিশু বিক্রি এবং পাচারের বহু নতুন তথ্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এক্ষেত্রে ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী উৎপলা বোসকে জেরা করে পুলিশ অপর এক মহিলাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সেই মহিলার জেরা চলছে। স্থানীয় একটি নার্সিংহোমের সঙ্গে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সহকর্মী উৎপলা বোসের সারোগেসি সংক্রান্ত লিংক রয়েছে বলে পুলিশ জানতে পেরে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শিশু নির্যাতনকারী ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং দুই পরিচারিকাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে পঙ্ক আদালত। আগামী বুধবার ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে পঙ্ক আদালতে হাজির করানো হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য স্বনামধন্য, খ্যাতনামা ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের দত্তক নেওয়া প্রায় চার বছরের শিশু দুটির ক্ষেত্রে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে এক সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সোমবার এই শিশু দুটি সংক্রান্তে মহানগর পুলিশ এবং শিশু সুরক্ষা সমিতির প্রতিনিধিদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকের পর শিশু সুরক্ষা সমিতির সাপোর্ট পারসন হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া শিশু বিশেষজ্ঞ মিগুয়েল দাস সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে জানান শিশু দুটির ক্ষেত্রে শারীরিক, মানসিক অত্যাচারের পাশাপাশি তাদের যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। প্রায় চার বছরের শিশু দুটি স্বয়ং এই কথা স্বীকার করে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ খোলাসা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। শিশু বিশেষজ্ঞ মিগুয়েল দাস বলেন এদিন পুলিশের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিশু দুটির থেকে ১৬১, ১৬৪ ধারার অধীনে জবানবন্দি কিভাবে নেওয়া হবে সেটার এক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য ১৬১ ধারার অধীনে পুলিশকে এবং ১৬৪ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শিশু দুটির জবানবন্দি রেকর্ড করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ শিশু দুটির ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া কিভাবে কতদূর যাবে, শিশু দুটিকে আইনি রাজ্য প্রধানের ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিশু বিশেষজ্ঞ মিগুয়েল দাস।

তিনি বলেন শিশু দুটি তাদের উপরে চালানো সারস শারীরিক মানসিক অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের নাম নিয়েছে। তাদের আঘাতের চিহ্ন বর্তমান প্রায় শুকিয়ে গেছে। অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে তারা খেলাধুলা করছে, হাসি ঠাট্টাও করছে। কিন্তু তারা মানসিকভাবে সাংঘাতিক দুর্বল। বিশেষ করে ছেলে শিশুটি মানসিকভাবে অত্যাধিক ভাবে দুর্বল হয়ে রয়েছে। ডাক্তার দম্পতির নাম শুনলে দুটি শিশুই আজও আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। ফলে তাদের কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিশু দুটিকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছেন শিশু বিশেষজ্ঞ মিগুয়েল দাস।

ভারত মায়ানমার সীমান্তের আধিপত্যের দিকে মনোনিবেশ সেনাবাহিনীর

পশ্চিমাঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় জুড়ে স্থানীয়দের আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার দেশের সেনাবাহিনী ভারত মায়ানমার সীমান্তের আধিপত্যের দিকে মনোনিবেশ করেছে। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় জুড়ে স্থানীয়দের আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মণিপুরে শান্তি বজায় রেখে রাজ্য সরকার এবং সাধারণ জনতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেনাবাহিনী যাবতীয় পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। মূলত মনিপুরের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে বিশেষ করে যারা ইম্ফলের বাইরে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থান করে রয়েছেন তাদের ভয় মোকাবেলায় নতুন এবং বিস্তৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। মণিপুরে অতি কষ্টকর ভাবে অর্জিত শান্তির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে একটি শক্তিশালী মাল্টি এজেন্সি সংযোজিত হয়ে রয়েছে। ১২৮ টিরও বেশি সেনা ও আসাম রাইফেলস ব্যাটেলিয়ান, মানববিহীন এরিয়াল ভেহিক্যালস এবং আরপিএ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার দ্রুত পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য নিযোজিত হয়ে রয়েছে। আসাম রাইফেলসের রাইফেল ওমেনদের সাথে যথাযথভাবে সজ্জিত এবং দলবদ্ধ দীর্ঘ মেয়াদী টহল, গত ৭৩ ঘন্টায় রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পাঠানো হয়েছিল। এই অঞ্চলের আধিপত্য টহলগুলি সম্প্রদায়ের গ্রামগুলিতে পরিদর্শন করেছে, স্থানীয়দের সাথে, মহিলা এবং প্রভাবশালীদের সাথে যোগাযোগ করেছে। এটা করা হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের নিরাপত্তার আশ্বস্ত করার জন্য নয় বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সহায় সহযোগিতা প্রদান করার জন্যও। বিশেষ করে এক্ষেত্রে প্যারা মেডিক্স দ্বারা 'সিটুতে' চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া এই সংক্রান্তে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং স্থানীয় এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে, শত্রুতামূলক উপাদানগুলির দ্বারা যেকোন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য দিনরাত এলাকায় আধিপত্য, মনোনীত ফ্ল্যাশ পয়েন্টের উপর নজরদারি, মণিপুর জুড়ে সমস্ত সম্প্রদায়ের সিএসওর সাথে জড়িত হয়ে থাকা এবং কোয়াডকপ্টার, ট্র্যাকার কুকুর তথা ইউএভির নিযোগ। ইন্দো মায়ানমার সীমান্তে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর যেকোনো দুর্যোগ প্রতিরোধ করার জন্য আধিপত্য বিস্তারও কার্যকর ভাবে করা হচ্ছে। আধিপত্য টহল এবং ইউএভি, কোয়াডকপ্টার এবং ট্র্যাকার কুকুরের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি বিদ্যমান পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে রোধ করতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী মণিপুরের প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনতাকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য ছড়ানো, গুজব রটানো ইত্যাদি যেকোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যেকের প্রতি আবেদন জানিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

তুরস্কে আগামী পাঁচ বছরও ক্ষমতায় থাকবেন বলে এরদোয়ানের আশা

আঙ্কারা ঃ তুরস্কে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াই প্রায় নিশ্চিতভাবেই দ্বিতীয় ধাপে গড়াচ্ছে, আর এই লড়াইয়ে দুই প্রার্থীই বলছেন, বিজয় তাদের হাতে মুঠোয়। বিশ বছর ধরে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান তার দলের সদর দপ্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলছেন, আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতা যে তারই সেটা নিশ্চিত। অন্যদিকে, তার প্রতিপক্ষ কামাল কুলুচদারুলুর জন্য এই নির্বাচনে জয় পাওয়ার জন্য সব হিসেব মিলে গেছে বলে দৃশ্যত মনে হচ্ছে। কিন্তু ভোটের অসম্পূর্ণ ফলাফলের জন্য প্রথম রাউন্ডে তিনি প্রেসিডেন্টের পেছনে পড়ে গেছেন। এই দ্বিতীয় দফার ভোট আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধাপে মি. এরদোয়ান পেয়েছেন ৪৯.৪ ভোট, তার প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৪৫ এরও কম ভোট। প্রথম পর্বে জিততে হলে প্রার্থীদের অন্যূন ৫০ ভোট পেতে হবে। ওদিকে মি. এরদোয়ানের নেতৃত্বাধীন জোটও পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার দেয়া প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যাচ্ছে। ফলে নির্বাচনে দ্বিতীয় দফা ভোটে যেতে এই ফলাফল তাকে উৎসাহ জোগাতে পারে। দু'হাজার ষোল সালে ২০১৬ সালে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর মি. এরদোয়ান নাটকীয়ভাবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন। গত কয়েক মাস ধরে তুরস্কের বিভিন্ন বিরোধী দল একত্রিত হয়ে প্রবলভাবে চেষ্টা করেছে তার শাসনের অবসান ঘটাতে। এবারের এই নির্বাচনটি পশ্চিমা দেশগুলো খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। কারণ মি. কুলুচদারুলু তুরস্কে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি তার নেটো মিত্রদের সাথে সুসম্পর্কের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের ইসলামপন্থী সরকার পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তার পতনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে। সোমবার ভোরবেলা, মি. কুলুচদারুলু মিত্রদের সাথে নিয়ে আঙ্কারায় তার দলের সদর দফতরে একটি মঞ্চে এসে দাঁড়ান এবং ভোট নিয়ে খুব আশাবাদী দেখানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। যদি গোটা জাতি ভোটে দ্বিতীয় রাউন্ডের কথা বলে, তাহলেও আমরা দ্বিতীয় রাউন্ডে জিতব, বলেন তিনি। দলীয় সদর দফতরের বাইরে সমর্থকরা বার বার করে মি. কুলুচদারুলুর একটি স্লোগান দিচ্ছিলেন ঃ সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা যে কী হবে তা ঠিক পরিষ্কার না। এর আগে তিনি বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে সরকারকে বারবার চ্যালেঞ্জ করেন এবং ক্রুদ্ধভাবে অভিযোগ করেন যে সরকার গণরায়কে ঠেকিয়ে দিতে চাইছে। তার দলের দুই উদীয়মান তারকা - ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারার মেয়রও ভোটারদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এটি এমন একটি কৌশল যা মি. এরদোয়ানের একে পার্টি আগেও ব্যবহার করেছিল।

ভোটের সময় যাতে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করতে ব্যালট পেপার পাহারা দিয়েছিলেন যে বিরোধীদলীয় স্বেচ্ছাসেবকদের বিশাল দল তারা তাদেরও প্রশংসা করেন। চুয়াত্তর বছর বয়সী মি. কুলুচদারুলু রিপাবলিকান পিপলস পার্টির নেতা হিসাবে আগে বেশ ক'টি নির্বাচনে হেরেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতির মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা বাতিল করার প্রশ্নে তার বার্তাটি জনমনে গভীর দাগ কেটেছে। তুরস্কের অর্থনীতিতে এখন ৪৪ মূল্যস্ফীতি চলছে। ফলে মানুষ জীবনযাত্রার ব্যয়সঙ্কটে ভুগছে। মি. এরদোয়ানের অপ্রথাগত অর্থনৈতিক নীতির ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। এর পাশাপাশি, গত ফেব্রুয়ারি মাসে পর পর দু'বার ভূমিকম্পের সময় ধীর উদ্ধার তৎপরতার জন্য মি. এরদোয়ানের সরকারকে দায়ী করা হয়েছে। তুরস্কের ১১টি প্রদেশে ঐ ভূমিকম্পে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান। তবে ঐ ঘটনার পর খুব কঠিন ক'মাস পর হলেও তুরস্কের প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট এখনও জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছেন বলে দৃশ্যত মনে হচ্ছে। ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আটটি শহরে প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থন মাত্র দুই থেকে তিন পয়েন্ট কমে যাওয়ার ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। এই আটটি শহরের মধ্যে সাতটিতে তার সমর্থন ৬০-এর ওপরে ছিল। শুধুমাত্র গাজিয়ানটেপেই তার সমর্থন ৫৯-এর নিচে নেমে গেছে। দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাশিত দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, মি. এরদোয়ান অনেক পোলস্টারের ভবিষ্যত্বাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করেছেন, যারা বলেছিলেন যে নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এগিয়ে থাকবেন এবং এমনকি প্রথম ধাপেই সরাসরি জয়লাভ করতে পারেন। কামাল আতাতুর্কের হাতে আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পর তুর্কি সমাজ এখন যে কতটা বিভক্ত, ভোটের এই ফলাফল সেটাই নিশ্চিত করছে। তবে দ্বিতীয় দফা ভোট কতটা কাছাকাছি হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়, এবং এই নির্বাচনের তৃতীয় প্রার্থী উগ্রজাতীয়তাবাদী সিনান ওগানের প্রতি ৫ ভোটের কী হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জল্পনাকল্পনা রয়েছে। তিনি জানেন, এখন দুই পক্ষই তার মন জয়ের চেষ্টা করবে এবং এব্যাপারে তিনি কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করবেন তা নিশ্চিত। তবে যেটা এখনও নিশ্চিত নয় তা হলো, তিনি কোনো প্রার্থীর প্রতি সমর্থন জানালেও প্রথম দফায় তার ভোটাররাও একই কাজ করবেন কি না।

ইসরায়েল কিভাবে অতি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পর

সম্পাদকীয়

ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করার বিজেপির প্রচেষ্টা ব্যর্থ

বিজেপির হাতে ছিল রাজ্যের শাসন। বিধানসভা ভোটে সেই রাজ্য ধরে রাখতে চেষ্টার কোনও কসুর করেনি বিজেপি। একাধিক হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা সামনে রেখে প্রচার করেছে। নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথের মতো তারকা প্রচারক মাঠে নেমে একের পর এক সভা করেছেন। তবুও শেষ পর্যন্ত ভোটের ময়দানে কংগ্রেসের কাছে হারতেই হল পদ্ম শিবিরকে। আসলে রাজনীতি টা এরকমই। হিমাচলের পর এবার কর্নাটক। সনিয়া গান্ধী পরবর্তী কংগ্রেসের মুখ হলেন বর্ষীয়ান মল্লিকার্জুন খাড়গে। হোমঅ্যাওয়ে ম্যাচে তিনি হারিয়ে দিলেন বিজেপির জগৎপ্রকাশ নাড্ডাকে। ২২৪ আসনের কর্নাটকে কংগ্রেসের সরকার গড়া কার্যত সময়ের অপেক্ষা। গ্রাম থেকে শহর - রাজ্যের প্রতিটি কোণেই বিজেপিকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস। পাঁচ পর রাজ্যের প্রায় ৪৬ শতাংশ ভোট নিজের পালে টানতে পেরেছে কংগ্রেস। পাঁচ বছরের তুলনায় এবার ৪২ আসন বেশি পেয়েছে তারা। মাস দুয়েক আগে এক ইংরেজি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত একটি প্রাক লোকসভা নির্বাচন সমীক্ষায় বলা হয় যে আপাতদৃষ্টিতে অপরাজেয় বিজেপির বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিকল্পের প্রশ্নে ভোটাররা কংগ্রেস সমর্থকরা নিজেরাও পুরোপুরি নিশ্চিত নন যে তাদের দল একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে পারে, কারণ ভারত জোড়ো যাত্রা ছবিটি খুব বেশি পরিবর্তন করছে বলে মনে হয় না। সমীক্ষায় বলা হয় ২২

শতাংশ মানুষ কংগ্রেসের পক্ষে রায় দিয়েছে। কংগ্রেসকে সমর্থন করা দশ জনের মধ্যে চারজন তাদের দলকে একটি কার্যকর বিকল্প বলে মনে করেছেন। এই সমীক্ষায় একটি বড় অংশ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, এর নেতৃত্ব এবং ভারত জোড় যাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অনেহরুগান্ধী (মল্লিকার্জুন খড়গে)কে সভাপতি নির্বাচিত করা সত্ত্বেও, ৫৩ শতাংশ মানুষ দলটিকে রাজবংশীয় ঐতিহ্যের বাহক বলে মনে করেন। ৫৩ শতাংশ বলেছেন যে এটি মিডিয়া কভারেজ পাওয়ার জন্য শিকারের কার্ড খেলছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ৫১ শতাংশ মানুষ মনে করেন রাহুল গান্ধী পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যার্থ হয়েছেন। ৫২ শতাংশ ভারত জোড়ো যাত্রাকে 'ব্র্যান্ড রাহুল' প্রতিষ্ঠার অনুশীলন বলে অভিহিত করেছেন। স্পষ্টতই, এই সমীক্ষাটি দেখায় যে ভারতীয় জনতা পার্টির বিকল্প সম্পর্কে মানুষের এখনও একক মতামত না থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস সহ অন্য আঞ্চলিক দলগুলির প্রতিও দ্বিধাভুক্ত। কিন্তু কর্ণাটকে কংগ্রেস যে ধরনের জয় পেয়েছে, তা বিরোধী দলের রাজনীতির জন্যও অনেক অর্থবহ। হিমাচল প্রদেশের বিজয় কংগ্রেসের ক্ষয়িষ্ণু মনোবলকে কিছুটা সমর্থন করেছিল, কিন্তু এতে এমন একটি বার্তা পাওয়া কঠিন ছিল, যা সমগ্র বিরোধীদের সংহতিকে প্রভাবিত করবে। কর্ণাটকের ক্ষেত্রে সেরকম নয়। এটি কংগ্রেসের জন্য শুধুমাত্র নির্বাচনী ফলাফলের সাথে রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো যাত্রা'এর ইতিবাচক প্রভাবকে যুক্ত করার সুযোগই দেয়নি, সেই সাথে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করার বিজেপির প্রচেষ্টাকেও ব্যর্থ করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুটি বিষয়ই আগামী দিনে বিরোধী দলের ন্যারেটিভ সেট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রাহুল গান্ধী সম্পর্কে বলা হয়েছে, নির্বাচনী লড়াইয়ে তার প্রচেষ্টায় দল খুব একটা সুবিধা পায় না। ভারত জোড়ো যাত্রা নিয়েও একই কথা বলা হচ্ছিল যে, যাত্রার জন্য জনগণের সমর্থন পাওয়া এক জিনিস আর এই সমর্থনকে ভোটে রূপান্তর করা একেবারেই অন্য কথা। কর্ণাটকে ভারত জোড়ো যাত্রা যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গেছে সেখানে কংগ্রেসের একটি ভাল পারফরম্যান্স এই ধারণা পরিবর্তন করতে সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে গুজরাটে, রাহুল গান্ধী নিজেকে শিবভক্ত বলে অভিহিত করে বা দলের লোকেরা তাকে একজন পৈতেধারী ব্রাহ্মণ প্রমাণ করার চেষ্টা করে বিরোধীদের সেই অংশকে শক্তি দিয়েছিল যেটি যুক্তি দেয় যে নরম হিন্দুত্ব হল বিজেপির চরম উত্তর। এই চিন্তার সমস্যা হল যে এটি বিজেপি এবং এর অনুভূত বিকল্পের মধ্যে পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে দেয়। শুধু অন্যান্য বিরোধী দলেই নয়, কংগ্রেসেও 'আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া'র সাহায্যে বিজেপি এবং সঙ্ঘকে আক্রমণ করার জন্য রাহুল গান্ধীর গৃহীত নীতির সাফল্য নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সর্বশেষ নির্বাচনের ফলাফল এই আশঙ্কা দূর করতে পারে। যদিও সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচনগুলিকে স্থানীয় ইস্যুতে স্থানীয় নেতৃত্বে একীভূত নির্বাচনী প্রচারের জয় বলা হবে, তবে এখনও এই ফলাফলগুলি কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং বিরোধী শিবিরে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবে। কংগ্রেস নেতৃত্ব কতটা দক্ষতার সঙ্গে জয়ের ফলে অর্জিত এই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে সেটাই দেখার বিষয় হবে। নির্বাচনের ফলাফলের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের সংযত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে যে কংগ্রেস নেতৃত্ব এখনও অনেক লিটারজিকাল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে পারেনি। শুরু হয়েছে কর্ণাটকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। দলীয় নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে প্রথম বৈঠকেই সিদ্দারামাইয়ার নাম নিয়ে একমত হয়ে একটি ভাল শুরু করেছে, তবে সামনের রাস্তাটি কম বিপজ্জনক নয়। রবিবার সন্ধ্যার বৈঠকে দলের নেতার অনির্বাচন দেখায় যে কংগ্রেসের পক্ষে এই জয়টি পরিচালনা করা এবং এটিকে আরও নিজের পক্ষে ব্যবহার করা খুব একটা সহজ হবে না।

জানা অজানা

কারো নিন্দা করে ও দোষ ধরে আমার কি লাভ

সুনীল কুমার দে

আমরা যে কোনো কাজ করি ও কোথাও যাই তার আগে লাভের কথা চিন্তা করি।আমি যে ওখানে যাবো,তার সাথে কথা বলবো ও সম্বন্ধ পাতাবো তাতে আমার কি লাভ হবে।যদি কোনো লাভ থাকে তবেই আমরা সাধারণত কোথাও যাই বা কারো সাথে বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক স্থাপন করি।ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা আমাদের সমাজে খুবই কম আছে।আমরা সব জায়গায় লাভ ও লোকসানের কথা ভাবি কিন্তু আমরা অপরের নিন্দা করলে ও অপরের দোষ ধরলে কি লাভ হবে তার কথা চিন্তা করি না।যদি ভাবতাম যে অপরের দোষ দেখে ও নিন্দা করে আমার কি লাভ বরং ক্ষতিই আছে তাহলে বোধহয় আমরা অপরের নিন্দা করার ও দোষ ধরার পিছনে বেশি সময় দিতাম না।এই পৃথিবীতে যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে আমরা বৃথাই ভেবে মরি ও অপরের দোষ দেখতে গিয়ে ও অপরের নিন্দা করতে গিয়ে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়াই ও সুন্দর মনকে কলুষিত করি।আমি যদি দিনরাত কারো নিন্দা করতে থাকি বা দোষ ধরতে থাকি তাহলে সে কি আমার গলায় ভালোবাসার মালা পরাবে না শ্রদ্ধার আরতি দেখাবে।এই জগতে পাপ পুন্য ও ধর্ম অধর্ম নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।এই সম্পত্তি কেউ ভাগ নিবে ও না আবার দিবেও না।সব কিছু নিজেকেই ভোগ করতে হবে।তাই অপরের দোষ দেখার আগে ও নিন্দা করার আগে ভাবুন আমার কি লাভ হবে।

মানুষ কেন অন্য প্রাণীর দুধ পান করে?

ভবেশ দাস
প্রাবন্ধিক

শুরুর দিকে মানুষ অন্য প্রাণীর দুধ হজম করতে পারতো না। কিন্তু এখন অনেক মানুষই অন্য প্রাণীর দুধ হজম করতে পারে। মানুষের মধ্যে দুগ্ধ সহনশীলতার বিবর্তন কেন তৈরি হলো?

প্রাণিজ দুধের প্রতিযোগী রয়েছে। বিকল্প 'দুধ' সয়া বা আমন্ড উদ্ভিদ থেকে তৈরি, যার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। প্রাণিজ দুধে যাদের অ্যালার্জি হয় এবং নিরামিষভোজীদের জন্য এই বিকল্প দুধ উপযোগী। ২০১৮ সালের যুক্তরাজ্যের দ্য অ্যাপ্রেনটিস সিরিজের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ব্যক্তি বিভিন্ন স্বাদ ও ফ্লেবারের বাদাম দুধের ব্যবসা করতেন। তবে প্রাণিজ দুধের সাথে মানব সভ্যতার সম্পর্কের ইতিহাসের মধ্যে নতুন সংযোজন হচ্ছে এই বিকল্প দুধ। এই সম্পর্কের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো এবং এটি নানা চড়াইউত্রাই পেরিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছে।

আপনি চিন্তা করলে দেখবেন, দুধ আসলে পান করার জন্য বেশ উদ্ভট একটা বস্তু। এটা হচ্ছে এমন একটি তরল পদার্থ যা গরু বা অন্য কোন প্রাণী তার বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য উৎপন্ন করে। এটা সংগ্রহ করতে হলে গরুর স্তন থেকে দোহন করতে হয়।

অনেক সংস্কৃতিতে এটা খুব একটা পরিচিত নয়। ২০০০ সালে চীন দেশজুড়ে একটি প্রচারণা চালায়, যেটির উদ্দেশ্য ছিল সুস্বাস্থ্যের জন্য জনগণকে বেশি পরিমাণে দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার খেতে উৎসাহিত করা।

বিষয়টি নিয়ে চীনের অনেক প্রবীন নাগরিক সন্দিহান ছিলেন। তাদের সন্দেহ পাশ কাটিয়ে এই প্রচারণা চালানো হয়েছিল। গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুধ থেকে পনির উৎপাদিত হয়। এটি খেলে অনেক চীনা নাগরিক অসুস্থ হয়ে যান।

তিন লাখ বছরের মানব ইতিহাসে দুধ পান করার অভ্যাস বেশ নতুন। দশ হাজার বছর আগেও বিরল উৎসব ছাড়া তেমন কেউ দুধ পান করতো না। প্রথম দিকে যারা দুধ পান করতে শুরু করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পশ্চিম ইউরোপের শুরুর দিককার কৃষক এবং পশুপালক তারাই প্রথম মানব যারা গরুসহ গৃহপালিত পশুর দুধ পান করতো।

বর্তমানে উত্তর ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় দুধ পান করা খুবই সাধারণ একটি বিষয়।

প্রাণিজ দুধ পান করা জৈবিকভাবেই একটি অস্বাভাবিক বিষয়।

দুধে এক ধরণের চিনি থাকে, যাকে বলা হয় ল্যাক্টোজ। এটি ফলমূল এবং অন্যান্য মিস্টি খাদ্যে পাওয়া চিনির তুলনায় আলাদা।

আমরা যখন শিশু থাকি তখন আমাদের দেহে ল্যাক্টেজ নামে বিশেষ ধরণের এনজাইম তৈরি হয় যা আমাদের মায়ের দুধে থাকা ল্যাক্টোজ হজম করতে সহায়তা করে। কিন্তু আমরা যখন শিশুকাল অতিক্রম করি তখন অনেক মানুষের দেহেই এটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

শরীরে ল্যাক্টেজ ছাড়া আমরা দুধে থাকা ল্যাক্টোজ ভালভাবে হজম করতে পারি না। যার কারণে প্রাপ্তবয়স্ক কেউ যদি বেশি পরিমাণে দুধ পান করে তাহলে পেট ফাঁপা, পেট ব্যথা এবং ডায়রিয়া পর্যন্ত হতে পারে। এটা উল্লেখ করা যায় যে অন্য স্তন্যপায়ী প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীদের মধ্যে ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা নেই যেমন প্রাপ্তবয়স্ক গরুর সক্রিয় ল্যাক্টেজ নেই। একইভাবে বিড়াল বা কুকুরের মধ্যেও এটা নেই।

সুতরাং প্রথম যে ইউরোপিয়রা দুধ খাওয়া শুরু করেছিল তারা হয়তো অনেক বেশি পরিমাণ বায়ুত্যাগ করতো। কিন্তু এর পর বিবর্তন ঘটতে শুরু করে।

অনেক মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তাদের ল্যাক্টেজ এনজাইম ধরে রাখতে সক্ষম হতে থাকে। এই ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা তাদেরকে কোন ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই দুধ পান অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে ডিএনএএর একটি অংশে পরিবর্তনের কারণে যা ল্যাক্টোজ জিনের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ল্যাক্টেজ সহিষ্ণু জিনের অংশের উপস্থিতি আমরা ইউরোপে প্রথম দেখি আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর আগে দক্ষিণ ইউরোপে। আর এর পরে মধ্য ইউরোপে ৩০০০ বছর আগে এটি ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়, বলেন প্যারিসের মিউজিয়াম অব হিউম্যানকাইন্ডের সহকারী অধ্যাপক ল সিগুরেল। তিনি ২০১৭ সালে ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার রিভিউ যৌথভাবে লিখেছিলেন।

ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতার ধারা বির্বতনের মাধ্যমে ঘটেছে এবং আজ এটি অনেক মানুষের মধ্যে বেশ সাধারণ একটি ঘটনা। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ ল্যাক্টেজ সহিষ্ণু। আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রেই এটি প্রায় একই রকম। কিন্তু এখনো অনেক মানুষ আছে যাদের মধ্যে ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা নেই বললেই চলে। অনেক আফ্রিকানদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য

নেই এবং এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকাও এটি বেশি নয়।

এই বৈশিষ্ট্যের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ জানা যায় না। কারণ আমরা এখনো জানি না যে দুধ পান এবং ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা কেন উপকারী, বলেন সিগুরেল ঃ এটা নিজে থেকেই কেন এতো বেশি উপকারী?

এর ভাল উত্তর হচ্ছে, দুধ পান করলে তা মানুষের জন্য পুষ্টির একটি নতুন উৎস তৈরি করে এবং এর ফলে অনাহারের ঝুঁকি কমায়। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে এই যুক্তি টেকে না।

খাবারের অনেক ভিন্ন ভিন্ন উৎস রয়েছে, তাই এটা অবাক করা যে কোন একটি উৎস এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যা অন্য খাদ্য উৎসের তুলনায় অনেক বেশি আলাদা, বলেন সিগুরেল।

যেসব মানুষ ল্যাক্টেজ সহিষ্ণু নন তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ল্যাক্টোজ খেতে পারে। তার মানে হচ্ছে, কম পরিমাণ দুধ পান করলে কিছু হয় না। এছাড়া দুধকে অন্য খাদ্যবস্তু যেমন মাখন, দই, ক্রিম বা পনিরে পরিণত করার সুযোগ আছে যার সবগুলোই ল্যাক্টোজের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

চেডার চিজের মত শক্ত পনিরে দুধের তুলনায় ১০ শতাংশেরও কম ল্যাক্টোজ থাকে। একই ঘটনা ঘটে মাখনের ক্ষেত্রেও। হেভি ক্রিম আর মাখনেও কম পরিমাণে ল্যাক্টোজ থাকে, বলেন সিগুরেল।

সেই অনুযায়ী, মানুষ বেশ দ্রুতই পনির আবিষ্কার করেছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ক্রোয়েশিয়ায় মাটির পাত্রের টুকরা খুঁজে পান। সেখানে ফ্যাটি অ্যাসিডের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যার মানে হলো ওই পাত্রটিকে এক সময় ঘোল থেকে দই আলাদা করার কাজে ব্যবহার করা হতো। যা কিনা পনির উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এটা যদি সঠিক হয়(যদিও এটা নিয়ে প্রশ্ন আছে) তাহলে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ ৭২০০ বছর আগে থেকে পনির উৎপাদন করে আসছে। একই ধরণের আরো কিছু প্রমাণ ইউরোপের অন্যান্য অংশে পাওয়া যায় যা অবশ্য কিছুটা পরের সময় বা ৬০০০ বছর আগে থেকে পনির উৎপাদনের খবর মেলে। এগুলো ইউরোপে ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা স্বাভাবিক হওয়ার অনেক আগের ঘটনা।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের প্রজনন বিদ্যার অধ্যাপক ডালাস সোয়ালো বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে যে ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠা ও না ওঠা নিয়ে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে তারা পশুপালক ঃ যারা পশুপালন করে। যারা শিকারী বা খাবার সংগ্রহ করতো এবং পশুপালন করতো না তাদের মধ্যে এই জিনগত পরিবর্তন হয়নি। একইভাবে যারা বনমালি বা যারা পশু নয় বরং উদ্ভিদ ও গাছের চাষ করতেন তাদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি।

এর থেকে বোঝা যায় যে, যাদের কাছে প্রাণিজ দুধ ছিল না তাদের মধ্যে দুধের সাথে খাপখাইয়ে নেয়ার মতো বির্বতনের চাপ ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে কেন কিছু পশপালক মানুষের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল এবং বাকীদের মধ্যে ছিল না?

সিগুরেল এশিয়া অঞ্চলের পশুপালক গোষ্ঠীর উদাহরণ তুলে ধরেন। যেমন মঙ্গোলিয়া, এদের মধ্যে সর্বনিম্ন হারে ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা পাওয়া যায়, যদিও তারা তাদের পশুর দুধের উপর খাদ্যের জন্য প্রচন্ডভাবে নির্ভরশীল।

এই জিনগত পরিবর্তন পার্শ্ববর্তী ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। তাই এই জিনগত পরিবর্তনগুলো এশিয়ার এই গোষ্ঠীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ার কথা ছিল যা আসলে হয়নি। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধাঁধা, বলেন সিগুরেল। তিনি ধারণা করেন যে, পুষ্টিগুণ ছাড়াও দুধ পান করার আরো উপকারিতা রয়েছে। যারা পশুপালন করে তারা তাদের রোগেরও সান্নিধ্যে আসে, যার মধ্যে রয়েছে অ্যানথ্রাক্স এবং ক্রিপ্টোস্পোরিডিওসিস। গরুর দুধ পান করলে এসব সংক্রমণের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে। আসলেই দুধের সুরক্ষাগুণ বুকের দুধ পান করা শিশুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা বলে ধরা হয়। কিন্তু ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতার রহস্যময় অনুপস্থিতির কারণে একটি পশুপালক গোষ্ঠীর মধ্যে কোন একজন সঠিক জিনগত পরিবর্তন হবে কিনা তার সম্ভাবনা কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তখন পৃথিবীতে কম মানুষ ছিলো এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সংখ্যাও কম ছিল, যার কারণে যারা বাদ পড়েছে সেটা তাদের মন্দভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার মনে হয়, এই চিত্রের সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ হচ্ছে পশুপালনের সাথে জীবনযাত্রার একটি আন্তঃসম্পর্ক ছিলো, বলেন সোয়ালো। কিন্তু এর জন্য আপনার আগে জিনগত পরিবর্তন হওয়াটা জরুরী। এরপরই শুধু প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতি কাজ করবে।

মঙ্গোলিয়ার পশুপালকদের ক্ষেত্রে, সোয়ালো বলেন যে, তারা শুধু গাঁজানো দুধ পান করতো, যাতে ল্যাক্টেজের পরিমাণ কম। তর্কাতীতভাবেই, দুধকে সহজেই আরো বেশি খাদ্যোপযোগী করতে পারাটা ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা বাড়ার বিষয়টিকে আরো বেশি জটিল করে তুলেছে। কারণ সাংস্কৃতিকভাবে আমরা দুধকে প্রক্রিয়াজাত করতে এবং গাঁজন জাত করতে এতো বেশি পারদর্শী ছিলাম যে, কেন আমাদেরকে এটি জিনগতভাবে পরিবর্তন ঘটাতে হলো তা বোঝাটা কঠিন হয়ে পড়েছে, বলেন সয়ালোর পিএইচডি শিক্ষার্থী ক্যাথেরিন ওয়াকার।

ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা বাড়াতে একটি নয়, একাধিক বিষয় কাজ করে। সোয়ালো ধারণা করেন যে, এর একটি বিষয় হতে পারে দুধের পুষ্টিগুণ যেমন এতে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট, প্রোটিন, চিনি এবং ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি এর মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস রয়েছে।

এটা পরিস্কার পানিরও একটি উৎস। আপনার গোষ্ঠী কোন অঞ্চলে বাস করে তার উপর ভিত্তি করে আপনি অভিযোজন করে থাকেন একাধিক কারণে।

তবে বিবর্তনের কারণে ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা তৈরি হয়েছে কিনা তা এখনো পরিস্কার নয় এবং এ কারণেই এটি আরো বেশি বিস্তার লাভ করবে কিনা তাও বলা যাচ্ছে না, বলেন সোয়ালো। ২০১৮ সালে চিলির কোকুইবো এলাকায় একদল পশুপালকের উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি যারা ল্যাক্টেজ সহিষ্ণুতা পেয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষরা ৫০০ বছর আগে ইউরোপ থেকে আসা বাসিন্দাদের সাথে প্রজনন করার পর। এই বৈশিষ্ট্য এখন পুরো জনসংখ্যার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ঃএটা বিবর্তনবাদের জন্য হয়েছে কারণ ৫০০০ বছর আগে উত্তর ইউরোপিয়দের মধ্যে এটা ছিল। তবে এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতি কারণ কোকুইমবো এলাকার বাসিন্দারা দুধের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বিশ্ব জুড়ে এই চিত্র ভিন্ন। আমার মনে হয়ে যেসব দেশে দুধ ছাড়া অন্য খাবারের ঘাটতি থাকায় দুধের উপর নির্ভরতা রয়েছে সেসব দেশ ছাড়া অন্যান্য এলাকায় এটি একটি স্থিতাবস্থায় পৌঁছেছে, বলেন সোয়ালো। পশ্চিমে, যেখানে এতো ভাল খাবার রয়েছে, সেখানে এ ধরণের কোন চাপ থাকার কথা নয়।

তবে গত কয়েক বছরে প্রচারিত নানা খবর অবশ্য এর উল্টো চিত্র তুলে ধরে ঃ এত বলা হচ্ছে যে মানুষ দুধ খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে। ২০১৮ সালের নভেম্বরে গার্ডিয়ান তাদের এক খবরের শিরোনামে বলে, কিভাবে দুধের প্রতি আমাদের ভালবাসা কমলো, যেখানে তারা এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের উত্থানের গল্প বলে যারা ওটমিল্ক ও বাদামের দুধ বিক্রি করে। এতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ঐতিহ্যগতভাবে প্রাণিজ দুধ বাজার হারাচ্ছে।

কিন্তু পরিসংখ্যান ভিন্ন গল্প বলে। আইএফসিএন ডেইরি রিসার্চ নেটওয়ার্কের ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৯৮ সালের পর থেকে বাড়তি চাহিদার কারণে প্রতি বছরই দুধ উৎপাদন বেড়েছে। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী ৮৬৪ মিলিয়ন টন দুধ উৎপাদিত হয়েছিল। এরপর থেকে এটি কমতির কোন লক্ষণ দেখা যায়নি আইএফসিএন বলছে যে, ২০৩০ সাল নাগাদ দুধের চাহিদা ৩৫শতাংশ বেড়ে ১১৬৮ মিলয়ন টনে দাঁড়াবে।

এরপরও এটি স্থানীয় আরো কিছু ট্রেন্ড তৈরি করে। খাবার খাওয়া নিয়ে ২০১২ সালে করা একটি গবেষণা অনুযায়ী, গত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে দুধ পানের পরমাণ কমেছে এই পানের অভ্যাস অ্যামন্ড বাদাম দুধের পরিবর্তে অন্য পানীয় দ্বারা স্থানান্তরিত হয়েছে। এই ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে এশিয়া চাহিদা বাড়ার মাধ্যমে যা আইএফসিএনও উল্লেখ করেছে। এরমধ্যে ১৮৭ দেশের মানুষের পানের অভ্যাসের উপর পরিচালিত ২০১৫ সালের এক গবেষণা অনুযায়ী, বয়স্ক মানুষেরা বেশি দুধ পান করেন। যদিও এটি তরুণ জনগণের দইয়ের মতো দুগ্ধজাত পণ্যের ভোগ সম্পর্কে কোন ধারণা দেয় না।

সাময়িকী

ফারাক্কা ঃ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৯০ বছর বয়সে এক লংমার্চে নেতৃত্ব দেয়ার গল্প

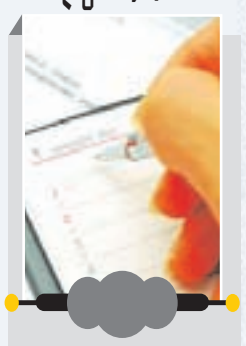

আকবর হোসেন
কলামিস্ট

উনিশশো পঁচাত্তর সালের গোড়ার কথা। পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের পরিবেশ এবং প্রতিবেশের জন্য বড় এক অন্ধকার এসে হাজির হয়। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত থেকে ভারতের ১৮ কিলোমিটার ভেতরে গঙ্গা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করে ভারত। যেটি ফারাক্কা বাঁধ নামে পরিচিত।

এই বাঁধের প্রভাবে শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জলের জন্য হাহাকার তৈরি হয়। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার যুক্তি দেখিয়ে ভারত এই ব্যারেজ নির্মাণ করে। ফলে বাংলাদেশে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

উনিশশো ছিয়াত্তর সালের ১৬ই মে ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তের দিকে একটি মিছিলের আয়োজন করেন বাংলাদেশের সুপরিচিত রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। এই মিছিল ও সমাবেশ 'ফারাক্কা লংমার্চ' হিসেবে পরিচিত।

উনিশশো ছিয়াত্তর সালের গোড়ার দিকে মাওলানা ভাসানী বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ছিয়াত্তরের ১৮ই এপ্রিল হাসপাতাল থেকে ফেরার পর মাওলানা ভাসানী ঘোষণা দেন ভারত যদি বাংলাদেশকে জলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাহলে তিনি লংমার্চ করবেন। তাঁর এই কর্মসূচী তখন অনেককে বেশ চমকে দিয়েছিল। কারণ ৯০ বছরের একজন মানুষের ঘরেই থাকার কথা। এজন্য ১৬ই মে রাজশাহী শহর থেকে লংমার্চ করার ঘোষণা দেন তিনি।

কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৬ সালের ২রা মে মাওলানা ভাসানীকে প্রধান করে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট 'ফারাক্কা মিছিল পরিচালনা জাতীয় কমিটি' গঠিত হয়। এর পরে এই কমিটির সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। এই লংমার্চের আগে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একটি চিঠি লিখেন আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। সে চিঠিতে মিসেস গান্ধির কাছে লংমার্চের কারণ বর্ণনা করেন ভাসানী। সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খান, আনোয়ার জাহিদ এবং সিরাজুল হোসেন খান এ চিঠি তৈরি করতে আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সহায়তা করেন। লংমার্চ সফল করার জন্য ১৯৭৬ সালের ২৮শে এপ্রিল মাওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে সকলের প্রতি আহবান জানান। জাতীয় কৃষক সমিতির আবু নোমান খান সে লংমার্চ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন মজলুম জননেতা ঃমাওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন' বইতে। মি. খান লিখেছেন, লংমার্চের মিছিল রাজশাহী থেকে প্রেমতলী, প্রেমতলী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে মনকষা এবং মনকষা থেকে শিবগঞ্জ পর্যন্ত ৬৪ মাইল অতিক্রম করবে। মাওলানা ভাসানীর অনুসারীরা তাকে একজন রাজনীতিবিদের চেয়ে 'দার্শনিক' হিসেবেই বেশি বিবেচনা করতেন। তার সমর্থকরা মনে করেন, ৪৫ বছর আগে ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী যা অনুমান করেছিলেন, পরবর্তীতে সেটিই ঘটেছে।

বাংলাদেশের একজন লেখক আহমদ ছফাকে উদ্ধৃত করে ১৯৯৫ সালে দৈনিক ভোরের কাগজে ফরহাদ মজহার লিখেছেন, বাংলাদেশের সর্বনাশ ঘটছে এটা তার চেয়ে স্পষ্ট করে কেউই বোঝে নাই। উনিশশো ছিয়াত্তর সালের ১৬ ই মে রাজশাহী শহর থেকে ফারাক্কা অভিমুখে মিছিল শুরু হয়। হাজারহাজার মানুষ সমবেত হয় সেই মিছিল ও জনসভায়। সে সময় বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রের বার্তা বিভাগে কর্মরত ছি

স্বাস্থ্য বিভাগের চতুর্থ বর্গের ১৬১৬ টি পদের ফলাফল মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঃ চলিত মে মাসের শেষের দিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম সরকারের নিযুক্তি প্রক্রিয়ার অধীনে গত ৩ এবং ৪ মে বিভিন্ন বিভাগের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের পদের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। এবার এই ধারা অব্যাহত রেখে ১৬ মে স্বাস্থ্য বিভাগের চতুর্থ বর্গের ১৬১৬ টি পদের ফলাফল ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এর মাধ্যমে আগামী ২৬ মে প্রায় ৪৫০০০ নিযুক্তি পত্র বিতরণ সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

গত ১০ মে অসম সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান আযোজন এর মাধ্যমে সর্ববৃহৎ নিযুক্তিপত্র বিতরণ কার্যসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু মনিপুরে আইনশৃঙ্খলা জনিত সমস্যা সৃষ্টির ফলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সময় দিতে না পারায় এই অনুষ্ঠানটি আগামী ২৬ মে পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এবার সেই দিন গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত পশু চিকিৎসালয় ময়দানে প্রায় ৪৫০০০ নিযুক্তিপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান আযোজন করা হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষনা করা হয়েছে। রবিবার ঢকুয়াখানায় উপস্থিত হয়ে এক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান ১৬ মে স্বাস্থ্য বিভাগের চতুর্থ বর্গের ১৬১৬ টি পদের ফলাফল প্রকাশিত হল। ফলে এই নিযুক্তির মাধ্যমে রাজ্যে ৪৫০০০ নিযুক্তিপত্র বিতরণের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠবে। তাছাড়া এই নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়া বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের শারীরিক পরীক্ষা ১৫ মে থেকে শুরু হয়ে যাবে। নিযুক্তি পাওয়া প্রত্যেককে নিজের ঘরোয়া জেলা অথবা আশপাশের জেলাতে নিযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষ করে মহিলা এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে চিন্তা চর্চা করা হচ্ছে যাতে তাদের ভালো জায়গায় নিযোগ করা যেতে পারে। তবে কি কিছু বিভাগে এটা সম্ভব হবে। কিন্তু এমন কিছু বিভাগ রয়েছে যেটাতে সম্ভব হবে না। যতটুকু পারা যায় এক্ষেত্রে চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে চলিত মে মাসের শেষের দিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অনেকের মনে এক প্রশ্ন উঠছে যে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল কবে প্রকাশ পাবে। ফলে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন মে মাসের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করার জন্য সেবা যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের একজন প্রার্থীর ফর্মুলা সমর্থন এআইইউডিএফ এর, মিত্রতায় কংগ্রেসের বাধা নেই, ভূপেন বরার বাধা রয়েছে বলে অভিযোগ ঃ অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্প্রতি রাজ্যের বিরোধী রাজনীতিতে 'শোলে' ছবির অনুপ্রবেশ ঘটে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এবং এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমলের মধ্যে প্রচন্ডভাবে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। মিত্রতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস নিজের ভুল একদিন অনুভব করবে বলে মন্তব্য করেছিলেন বদরুদ্দিন আজমল। তবে এরপরই এক্ষেত্রে কংগ্রেসের অপেক্ষা না করে তিনি সরাসরি পাটনামুম্বাই উপস্থিত হয়ে নীতিশ কুমার এবং শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে বিজেপি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে প্রবেশ করার আগ্রহতা প্রকাশ করেছেন।

এবার পাটনামুম্বাই উপস্থিত হয়ে নীতিশ কুমার এবং শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করাতে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করেছিল এআইইউডিএফ। গুয়াহাটি মহানগরের হাতিগাও স্থিত দলীয় মুখ্য কার্যালয়ে আযোজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে এআইইউডিএফ এর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র এবং বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া এই সফর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র বলেন সভাপতি তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বে এআইইউডিএফ এর একটি প্রতিনিধি দল প্রথমে পাটনায় উপস্থিত হয়ে নীতিশ কুমারের সঙ্গে এবং পরে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই স্থিত কলাবায় পৌঁছে শরদ পাওয়ারের সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে আলোচনা মিলিত হয়েছে।

এআইইউডিএফ এর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র বলেন বর্তমানের ভারতের যা পরিস্থিতি সেটাতে বিজেপিকে কোনো একটি দল পরাজিত করতে পারবে না। ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে একটি ঐক্য মঞ্চ গঠনের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। বিজেপি বিরোধী যে কোনও ঐক্যমঞ্চে এআইইউডিএফ রয়েছে বলে তিনি স্পষ্ট করে দেন। এমসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে হওয়া বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র। তিনি বলেন বিজেপিকে পরাজিত করার স্বার্থে যে কোনভাবে বিরোধী পক্ষকে এক জোট হতে হবে। এক্ষেত্রে পাটনায় আলোচনা সময় নীতিশ কুমারের দেওয়া ফর্মুলা অত্যন্ত কার্যকর। বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের একজন প্রার্থীর এই ফর্মুলার স্বাগত জানিয়ে এর পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে এআইইউডিএফ। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের এই ফর্মুলার মাধ্যমে বিজেপিকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র।

অন্যদিকে মিত্রতা সম্পর্কে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের স্থিতির তীব্র আক্রমণ করেছে এআইইউডিএফ। একই সঙ্গে সভাপতি ভূপেন বরা এবং বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়ার সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছে বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এই দল। বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র এই প্রসঙ্গে বলেন বিজেপির বিরুদ্ধে গঠন হওয়া এই ঐক্য মঞ্চ কংগ্রেসের সঙ্গে হবে কি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে হবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আলোচনার জন্য এআইইউডিএফ কংগ্রেসের কাছে যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পলিসি অনুযায়ী প্রদেশ কংগ্রেস অখিল গগৈ, লুরিনজ্যোতি গগৈর দলগুলোর সঙ্গে মিত্রতা করে এআইইউডিএফ এর বিরোধিতা করছে। অথচ এআইইউডিএফ বিজেপিকে প্রতিরোধ করার স্বার্থে নীতিশ কুমার এবং শরদ পাওয়ারের মতো নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছে বলে তির্যক মন্তব্য করেছেন তিনি।

পাটনামুম্বাই যাওয়া এআইইউডিএফ প্রতিনিধি দলটির অন্যতম সদস্য তথা বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন তথা মিত্রতার ক্ষেত্রে কংগ্রেস কোনদিনই বাধা দেয়নি। তবে বাধা দিচ্ছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। কিন্তু এক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীর বাধা নেই সোনিয়া গান্ধীরও বাধা নেই। আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নীতিশ কুমার এবং শরদ পাওয়ারের সঙ্গে আলোচনায় যেকোনোভাবে বিজেপিকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে ঐক্যমত হয়েছে। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সময় মত প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ফলে বর্তমান বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর এই একতা শুধুমাত্র লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই বলে মন্তব্য করেছেন বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া।

এদিকে যোরহাটে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন রাজ্যে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে কোনো ধরনের মিত্রতা হবে না। কংগ্রেস নেতৃত্ব মল্লিকার্জুন খার্গে, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী বারংবার বলেছেন অসমে মিত্রতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এপিসিসির সিদ্ধান্তকেই এআইসিসি অনুমোদন জানাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন এআইইউডিএফ অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া পার্টি। ফলে এই দলটি মহারাষ্ট্র, বিহারে কিংবা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু অসমে কংগ্রেসের সঙ্গে এই দলের কোনো মিত্রতা হবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন কমিশনের রাজনীতির জন্য কর্নাটকে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। এবং এই ফলাফল পরবর্তীকালে অসমে প্রযোজ্য হতে চলেছে। কারণ এই ধরনের কমিশনের ব্যবস্থা অসমেও শুরু হয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যের বিজেপি সরকার কোন কাজ না করার ফলে পরবর্তী নির্বাচনে অসমে বিজেপির পরাজয় এবং কংগ্রেসের উত্থান নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

একইভাবে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া এআইইউডিএফ কে উদ্দেশ্য করে বলেন চাপ প্রযোগ করে মিত্রতা করা সম্ভব নয়। অসমে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতার জন্য অন্যান্য দল এবং নেতাদের সুপারিশ নিয়ে আসাটি কোনদিনও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে এআইইউডিএফ এর মিত্রতা সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া বলেন একমাত্র সংবিধান বিরোধী কাজের জন্য কর্ণাটক থেকে বিজেপিকে উৎখাত করেছেন আমজনতা। এর কারণ ভারতবাসী মূলত ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু বিজেপি যেভাবে বজরং দল এবং হনুমান বজরঙ্গ প্রসঙ্গে বিষয়টি একাকার করে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে প্রয়াস করেছে সেটা নাকচ করে দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। এর ফলেই কর্নাটকের বিধানসভায় বিজেপি পরাজিত হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া।

বিশেষভাবে সক্ষম তথা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের উদ্ধারে আসাম রাইফেলস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মনিপুরে সম্প্রতি সংঘটিত ভয়াবহ ভাতৃঘাতী সংঘর্ষের জেরে বহু ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। হিংসাত্মক ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি প্রাণ হারানোর পাশাপাশি বহু ব্যক্তি আহত হয়েছেন। কয়েকশ ব্যক্তির বাড়িঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সহিংসতার ধুলো থিতু হওয়ার সাথে সাথে আসাম রাইফেলস তথা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মানবিক নানা ধরনের কর্ম তৎপরতার গল্প বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাহসিকতার সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মণিপুরের সংঘর্ষের মধ্যে কাকচিংয়ের মিশন ব্লাইন্ড স্কুলের ৪৫ জন বিশেষভাবে সক্ষম তথা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র এবং সহায়ক কর্মীদের উদ্ধার অভিযানের ঘটনা অন্যতম এক উদাহরণ।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মিশন ব্লাইন্ড স্কুলের অধ্যক্ষ কে পেরেনাগ কোমের অনুরোধের ভিত্তিতে, আটকে পড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের এবং সহায়ক কর্মীদের উদ্ধারের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অভিযান শুরু করা হয়েছিল। ভারতীয় সেনা গত ৩ মে থেকে তাদের নিরাপদে উদ্ধার করে কাকচিং গ্যারিসনে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। সেখানে তাদের তাদের মানসিকভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি খাবারের ব্যবস্থা এবং আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে গত ১৩ মে আসাম রাইফেলস পরিবারের সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে এই শিশুদেরকে ডেডিকেটেড অভিযানের মাধ্যমে নিরাপদে তাদের বাড়িতে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সেনা তথা আসাম রাইফেলসের এই আটকে পড়া শিশু এবং কর্মীদের তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে পুনরায় মিলিত করার উদ্যোগকে মিশন ব্লাইন্ড স্কুলের প্রিন্সিপাল কে পরনাগ কোম এবং তাদের অভিভাবকরা এটাকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। তারা এক্ষেত্রে তাদের অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই কঠিন সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আসাম রাইফেলসের প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রশংসা করেছেন।

কূটনীতিকের নিরাপত্তায় দেশে বিদেশে কোন ধরণের নিয়ম প্রচলিত আছে?

ঢাকা ঃ ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটেন, আমেরিকা, সৌদি আরব ও ভারতের কূটনীতিকদের জন্য পুলিশের বাড়তি নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোচনা তৈরি হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সচিব মাসুদ বিন মোমেন মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষাপটে কূটনীতিকদের জন্য বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পররবর্তীতে দেখা গেছে যে এটা আসলে মূলত ট্রাফিক ক্লিয়ারেন্সের কাজটাই করতো। তাদের যে আসল নিরাপত্তার ব্যবস্থা সেটা অপরিবর্তীত আছে। মি. মোমেন বলেন, এখন বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেশ ভালো আছে। এজন্য বাড়তি নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখছে না বাংলাদেশ সরকার। বিদেশী যেসব দূতাবাস এবং রাষ্ট্রদূতরা আছেন, তাদের যে বেসিক নিরাপত্তা আছে সেটা আমরা কখনোই কম্প্রোমাইজ করবো না। এটুকু আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি। বাংলাদেশে কূটনীতিকদের নিরাপত্তা ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ীই দেয়া হচ্ছে এবং তাদের নিরাপত্তায় আনসারের স্পেশাল ব্যাটালিয়ন তৈরির কথা জানান তিনি। এর আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং সৌজন্যমূলক আচরণের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি প্রটোকল হিসেবে পুলিশি এসকোর্ট সুবিধা দেয়া হতো। অর্থাৎ রাষ্ট্রদূত বা কূটনীতিকরা যাতে দ্রুত চলাচল করতে পারে, এজন্য একটি গাড়িতে পাঁচ থেকে আট জন পুলিশের মাধ্যমে রাস্তা ট্রাফিক মুক্ত রাখার বাড়তি সুবিধা দেয়া হতো। সোমবার এক বিবৃতির মাধ্যমে এই বাড়তি নিরাপত্তা সুবিধা প্রত্যাহার করার কথা জানায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে কোন দূতাবাস এই বাড়তি সুবিধা চাইলে অর্থের বিনিময়ে তা নিতে পারবে। বাড়তি নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়টি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলবে না বলেও জানান পররাষ্ট্র সচিব।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করা হয় । যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের পক্ষ থেকে ইমেইলে জানানো হয় যে, তারা তাদের কর্মীদের নিরাপত্তা এবং কূটনৈতিক সুবিধাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তবে তারা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করবেন না বলে জানান। অন্যদিকে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস থেকে কোন জবাব মেলেনি। তবে ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত ব্রিফিংএ অন্যতম মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। মি. প্যাটেল বলেছেন, ভিয়েনা কনভেনশন অনুসারে যে কোন স্বাগতিক দেশ সব কূটনৈতিক মিশন এবং তাদের কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবে এবং কর্মীদের উপর যে কোনও আক্রমণ প্রতিরোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমাদের কূটনৈতিক কর্মীদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বলেন মি. প্যাটেল।

ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের তরফ থেকেও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। বিবিসির তরফ থেকে দিল্লিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হলেও কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে , বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা যে ধরণের 'বিশেষ সুবিধা' পেয়ে থাকেন, বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতরা সে সুবিধা পান না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, পৃথিবীর কোন দেশেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে বাড়তি নিরাপত্তা ও চলাচলের ক্ষেত্রে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন সুবিধা দেয় না। সাধারণত স্বাগতিক দেশের ওপরেই কূটনীতিকদের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য বিধিবিধান নির্ভর করে বলে জানান যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, রাষ্ট্রদূতদের নিরাপদে কাজ করার জন্য স্বাগতিক দেশের যতটুকু সুবিধা দেয়া দরকার তারা সেটা দেয়। এ নিয়ে স্বাগতিক দেশগুলো নিজেদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে থাকে। কি ধরণের পরিবেশ তৈরি করলে সবাই নিরাপদে থাকবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তান, থাইল্যান্ড এবং উজবেকিস্তানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে এবং আরও অন্তত দশটি দেশে কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সোহরাব হোসেন। কূটনীতিক হিসেবে অনেক দেশে কাজ করেছি, বাংলাদেশ স্বাগতিক দেশ হিসেবে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের যে নিরাপত্তা দেয় তা আর কোথাও দেখিনি। কখনও কোথাও আমি বিশেষ এসকোর্ট পাইনি, পশ্চিমা দেশে গাড়িতে পতাকা ওড়ানো যেতো না, বলেন মি. হোসেন। এছাড়া বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত বাংলাদেশের দূতাবাসের বাইরে বা রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে কোন নিরাপত্তা বাহিনীর প্রহরা থাকে না। বাড়তি নিরাপত্তারক্ষী বা গানম্যান থাকা দূরের কথা। গাড়িতে শুধু চালক ও কূটনীতিক থাকেন এ বিষয়ে হুমায়ুন কবির বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য দেশ মনে করে যে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো। আলাদা করে পুলিশ এসকোর্টের দরকার নেই। আন্তর্জাতিক আইনে এ নিয়ে কিছু বলা নেই। তাই তারা এটা কাউকেই দেয় না। তারা কিভাবে নিরাপত্তা দেবে সেটা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়। আমার কখনও মনে হয়নি বাড়তি নিরাপত্তা দরকার, তাই কখনও চাইনি। তবে চাইলে হয়তো পেতাম, বলেন মি. কবির তবে বাড়তি নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষেত্রে সব দেশের সরকারের একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল আছে বলে জানান সোহরাব হোসেন। কোন দেশের কূটনীতিক স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফোন দিয়ে তাদের চলাচলের কথা জানালে পররাষ্ট্র দফতর থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক করে দেয়া হয়। কিন্তু কোন বাড়তি নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ দেয়া হয় না। তবে টাকার বিনিময়ে নিরাপত্তা প্রটোকল পাওয়া যায়। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সোহরাব হোসেন বলেন, একবার আমি ইসলামাবাদ থেকে আরেক শহরে যাওয়ার আগে নিরাপত্তা চেয়েছিলাম। কিন্তু এজন্য আমার কাছে পয়সা দাবি করা হয়। তখন আর নেইনি। তার মতে, কূটনীতিকদের কেমন নিরাপত্তা দেয়া হবে সেটা স্বাগতিক দেশের ওপর নির্ভর করে। যেমন আফগানিস্তান, পাকিস্তানে কিছুটা নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে। আবার রাজধানীর বাইরে গেলে ঝুঁকি বাড়তে পারে। কোন বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হলে আলাদা কথা। না হলে কোন দেশেই বাড়তি কোন সুবিধা দেয়া হয় না। তবে বাড়তি নিরাপত্তা চাইলে তারা ব্যবস্থা করে তবে সেজন্য মোটা অংকের পয়সা গুনতে হয়। তিনি বলেন, বিদেশি কূটনীতিকরা আলাদাভাবে নিরাপত্তা পান।

ভিয়েনা সনদ আর্টিকেল ২০ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রদূত তার বাড়িতে, অফিসে, গাড়িতে সেই দেশের পতাকা ওড়াতে পারবেন এবং তাদের মনোগ্রাম বা এমব্লেম ব্যবহার করতে পারবে। এগুলো ব্যবহার করা না করার ব্যাপারে কূটনীতিকরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে হোস্ট দেশ কোন বাধা দিতে পারবে না। তবে বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরা পতাকা ওড়ানোর ক্ষেত্রেও একেক দেশে একেক নিয়ম দেখেছেন। এশিয়ার দেশগুলোয় তারা গাড়িতে পতাকা ওড়াতে পারলেও, পশ্চিমা দেশে ওড়াননি। কূটনীতিকদের গাড়িতে পতাকা ওড়ানো বন্ধ হচ্ছে কি না এ প্রশ্নে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'এটা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। নিউ ইয়র্ক বা জেনেভায় কখনই পতাকা ওড়ানোর কোনো পদ্ধতি নেই। অনেক দেশে আছে, রাষ্ট্রীয় যত মিটিং হয় তখন পতাকা উড়িয়ে যাওয়া যায়। এটা মিশন প্রধানদের নিজেদের ওপর থাকে।' ভিয়েনা সনদ অনুযায়ী স্বাগতিক দেশকে অবশ্যই সকল কূটনৈতিক মিশন ও কূটনীতিকদের সুরক্ষার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে। সে হিসেবে কূটনীতিক এবং অবকাঠামোর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আর্টিকেল ৪৭ অনুযায়ী এসব নিরাপত্তা ও সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের এই বিশেষ নিরাপত্তা দেয়ার কারণ হিসেবে হুমায়ুন কবির জানান, সাধারণত অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের বিশেষ নিরাপত্তা দেয়া হয়। ২০১৬ সালে হলি আর্টিজানে সন্ত্রাসী হামলার পর পুরো কূটনৈতিক কমিউনিটির নিরাপত্তার বিষয়ে বাড়তি পদক্ষেপ নেয় সরকার। সে সময় বাংলাদেশ তাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেই সেই বাড়তি সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মূলত সেই সময় থেকেই কয়েকজন বিদেশি কূটনীতিককে অলিখিতভাবে গাড়িসহ নিয়মিত ট্রাফিক মুভমেন্টের সহায়তার জন্য বাড়তি কিছু লোকবল দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। তাই তাদেরকে বাড়তি নিরাপত্তা প্রদানের কোন আবশ্যকতা নেই বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র দফতর। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশের বাড়তি প্রোটকল তুলে দেয়া হলেও রাষ্ট্রদূতসহ কূটনীতিকরা বাকি সব ধরনের নিরাপত্তা সুবিধা আগের মতোই পাবেন। বাংলাদেশের তরফ থেকে বলা হয়েছে, প্রতিটি দূতাবাস, কূটনীতিকদের বাসভবন এবং ক্লাবে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা অব্যাহত থাকবে সেইসাথে রাষ্ট্রদূতদের পুলিশ প্রদত্ত গানম্যান নিযোজিত থাকবে। এই সশস্ত্র সদস্যদের বিশেষ পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া আছে। ঢাকায় কূটনৈতিক জোনে ৫৩টি দেশ রয়েছে। প্রতিটি দেশের কূটনীতিকদের নিরাপত্তা দিতে বিশাল সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সোমবার একটি বেসরকারি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, সৌদি আরবের ক্লাব, দূতাবাস, বাসভবনসহ কূটনীতিকদের নিরাপত্তায় ৪৮ জন পুলিশ মোতায়েন আছে। ব্রিটিশ হাইকমিশনের নিরাপত্তায় ২৯ জন দায়িত্ব পালন করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ১৫৮ জন নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছেন। তাদের এসব নিরাপত্তা অব্যাহত থাকবে। শুধুমাত্র ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশের বাড়তি সুবিধা প্রত্যাহার হবে, বলেন শাহরিয়ার আলম।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সোমবার গণমাধ্যমকে বলেছেন, এখন থেকে এই বাড়তি সুবিধা নিতে হলে নির্দিষ্ট ফি' দিতে হবে। কোন দূতাবাস এই সুবিধা অব্যাহত রাখতে চাইলে বা বাড়তি সুবিধা নিতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিবর্তন আসছে তিনটি নিয়মে, বদলে যাবে ক্রিকেট খেলা

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ খেলার নিয়মে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, সাথে ছোটখাটো কিছু বদলও রয়েছে। এসব নিয়ম পয়লা জুন ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী কমিটি পুরুষ ও নারী ক্রিকেট কমিটি থেকে পাওয়া নানা ধরনের পরামর্শ থেকে এই বদলগুলো আনতে সম্মত হয়েছে।

মাটির কাছাকাছি থাকা বল ক্যাচ ধরার বেলায় সূক্ষ্ম ব্যবধানে অনেক ক্রিকেটার আউট হয়েছেন বা ফিল্ডার ক্যাচটি মিস করেছেন।

এই ধরনের সিদ্ধান্তের সময় থার্ড আম্পায়ার আউট অথবা নট আউট বলার আগে মাঠে থাকা আম্পায়ার থার্ড আম্পায়ারকে 'সফট সিগন্যাল' দিতেন।

সফট সিগন্যাল হচ্ছে আম্পায়ারের প্রাথমিক ধারণা। যা থেকে ধারণা নিয়ে থার্ড আম্পায়ার সিদ্ধান্ত নিতেন আগে।

পয়লা জুন থেকে আম্পায়াররা মাঠ থেকে কোনও সিদ্ধান্তে প্রভাব রাখবেন না।

অনেক সময়ই এই সফট সিগন্যাল মাথায় রেখে থার্ড আম্পায়ার সিদ্ধান্ত দিতেন।

অর্থাৎ থার্ড আম্পায়ার কোনও পূর্ব অনুমিত ধারণা ছাড়াই মাঠে থাকা আম্পায়ারদের সাথে আলোচনা করে এবং ফুটেজ প্রমাণ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

এই সফট সিগন্যাল নিয়মটিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বলছে, 'সংশয়পূর্ণ'।

ক্রিকেটারদের অনেকেই এই 'সফট সিগন্যাল' এর বিপক্ষে কথা বলেছেন।

অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলার জশ হ্যাজলউড এই বছরের জানুয়ারি মাসে গণমাধ্যমে বলেন, সফট কল পুরোপুরি তুলে নেয়া উচিৎ।

তিনি বলেছিলেন, যেহেতু থার্ড আম্পায়ারের সাহায্য নেয়া হয়েছে এর মানে মাঠের আম্পায়াররা নিশ্চিত নন। তাহলে এই সফট কলের কোনও প্রয়োজন নেই।

ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস ও ভারতের হরভজন সিংও এই সফট কলের বিপক্ষে কথা বলেছেন।

হরভজন সিং বলেছিলেন, এটা শুধু শুধু সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই না।

বেন স্টোকস টুইট করে বলেছিলেন, সফট কল নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। থার্ড আম্পায়ারের কাছে সব ধরনের প্রযুক্তি রয়েছে এবং মাঠের আম্পায়াররা যখন দ্বিধায় থাকেন তখন এটা সরাসরি থার্ড আম্পায়ারকেই পাঠানো উচিৎ।

ভিরাট কোহলি ভারতের অধিনায়ক থাকাকালীন ২০২১ সালে বলেছিলেন, আম্পায়াররা যে নিশ্চিত না এটা বললে তো সমস্যা দেখি না আমি। এসব সিদ্ধান্তের কারণে অনেক সময় ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব পড়ে।

ক্রিকেট নিয়ে অ্যামাজন প্রাইমের ডকুমেন্টারি দ্য টেস্টে দেখা গেছে, অস্ট্রেলিয়ার মার্নাস ল্যাবুশেইন ২০১৯ সালের অ্যাশেজে লর্ডস টেস্টে আউট হওয়ার পর ড্রেসিং রুমে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

তিনি বলছিলেন, আমি বুঝতেই পারছি না এটা কেন মাঠে আউট দেয়া হলো, যদি আপনি না জানেন থার্ড আম্পায়ারের কাছে পাঠান।

সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ট্রেলিয়া সফরে অন্তত তিনটি ক্যাচ ধরা নিয়ে সংশয় ও দ্বিধা দেখা গিয়েছিল, ম্যাচের পরে এনিয়ে অধিনায়করাও নিজেদের অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের পুরুষ ক্রিকেট কমিটির চেয়ার সৌরভ গাঙ্গুলি বলেছেন, 'সফট সিগন্যাল অপ্রয়োজনীয় একটি বিষয় এবং এটা অনেক সময়ই খুব অস্পষ্ট'।

তবে জনপ্রিয় ক্রিকেট উপস্থাপক ও বিশ্লেষক হারশা ভোগলে একটি টুইট করে জানিয়েছেন, সফট সিগন্যাল উঠে যাওয়াতে তিনি খানিকটা চিন্তিত। ভোগলে মনে করেন, অনেক সময় ক্যামেরা নানা কোন থেকে দেখেও সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।

বাউন্ডারি লাইনের জন্য নতুন এই নিয়ম কার্যকরী হতে পারে কারণ সে পর্যন্ত আম্পায়ারের দৃষ্টি যায় না কিন্তু টেলিভিশন ক্যামেরায় আপনি তাই দেখাবেন যা আপনি দেখতে চাইবেন, তাই মাঠের আম্পায়াররা কী অনুভব করছেন তার একটা মূল্যায়ন থাকার প্রয়োজন ছিল।

অনেকেই এই টুইটের মন্তব্যের ঘরে হারশা ভোগলের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

কেউ কেউ মনে করেন, সফট সিগন্যালে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তটি ফিল্ডারের উদযাপনের তীব্রতা ও নামের ওপর নির্ভর করে।

আরও দুটি নতুন নিয়ম

বেশ কয়েকটি জায়গায় হেলমেট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সৌরভ গাঙ্গুলি বলেছেন ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবা হচ্ছে এখন।

কিছু কিছু জায়গায় হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

ব্যাটাররা ফাস্ট বোলারের মুখোমুখি হলে উইকেটকিপার স্ট্যাম্পের পেছনে দাঁড়ালে উইকেটে ব্যাটারের সামনের দিকে কাছাকাছি কোনও ফিল্ডার দাঁড়ালে

এই তিন ক্ষেত্রে এখন ক্রিকেটারকে হেলমেট পরতেই হবে।

আরেকটি নিয়ম হচ্ছে, ফ্রি হিটের বলে, বল স্ট্যাম্পে লাগার পরেও যদি কোনও রান হয় সেটা স্কোরকার্ডে যোগ হবে।

এটা এতোদিন মাঠে কার্যকর ছিল, কিন্তু ক্রিকেট আইনে ছিল না।

যেমন পাকিস্তান বনাম ভারতের বিশ্বকাপ টি টোয়েন্টির ম্যাচে মেলবোর্নে শেষ ওভারে ভিরাট কোহলি বোল্ড মোহাম্মদ নাওয়াজের ফ্রি হিট বলে বোল্ড হওয়ার পরেও দৌড়ে রান নিয়েছিলেন তিনটি।

এই ছোট বিষয়গুলো ম্যাচে অনেক সময় প্রভাব ফেলে, বিশেষত যেসব ম্যাচে সামান্য ব্যবধানে জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়।

'পিএসজি সমর্থকদের দুয়োর জন্য মেসিই দায়ী'

প্যারিস ঃ অ্যাজাকসিওর বিপক্ষে ম্যাচে লিওনেল মেসির উদ্দেশে শিস দিয়েছেন পিএসজির সমর্থকেরা। সেই দুয়ো কিংবা শিসের অর্থ পরিষ্কার, তোমাকে আমাদের আর পছন্দ হচ্ছে না! ব্যাপারটা মেসির মাপের একজন ফুটবলারের জন্য হতাশার। পিএসজির সমর্থকদের এই আচরণ এখন ফুটবল দুনিয়াতে আলোচনা সমালোচনা ও বিতর্কের বিষয়।

ক্লাব কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই সৌদি আরবে গিয়েছিলেন মেসি। সৌদি আরবের পর্যটনদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে। কিন্তু ক্লাবের অনুশীলন বাদ দিয়ে সৌদি সফরকে একেবারেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি পিএসজির কাছে। মেসিকে দুই সপ্তাহের নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়। কিন্তু মেসি সৌদি সফরের কারণ ব্যাখ্যা করে ক্ষমা চাইলে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে তাঁকে খেলানো হয় অ্যাজাকসিওর বিপক্ষে ফ্রেঞ্চ লিগের ম্যাচ। সে ম্যাচের আগেই অবশ্য আরেক খবর বোমা ফাটায়। ফ্রান্সেরই বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, সৌদি আরবের কোনো ক্লাবের সঙ্গে (ক্লাবের নাম তারা বলেনি) চুক্তি নাকি চূড়ান্তই করে ফেলেছেন। তিনি আগামী মৌসুমে সৌদি আরবে খেলবেন। এই খবর মেসিকে বেশ বিব্রতকর অবস্থাতেই ফেলে।

পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এমন খবর! স্বাভাবিকভাবেই মেসির ঘনিষ্ঠজনেরা তা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সেটি হলে কী হবে, মেসি বার্সেলোনায় ফেরত যেতে চান, বার্সেলোনাও তাঁকে নিতে মরিয়া নিজের বেতন আকাশে চড়িয়ে পিএসজির সঙ্গে নতুন চুক্তি তিনি ঝুলিয়ে রেখেছেন, এসব তো এখনকার প্রতিদিনের খবর। ফ্রান্সের সাবেক কোচ রেমন্ড ডমেনেখের মতে, মেসি নিজ দোষেই পিএসজির সমর্থকদের বিরাগভাজন হয়েছেন। অ্যাজাকসিওর বিপক্ষে সমর্থকেরা যে তাঁর উদ্দেশে শিস দিয়েছে, এ জন্য আর্জেন্টাইন তারকাই দায়ী বলে মনে করেন ডমেনেখ। সম্প্রতি ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে 'লেকিপ ডু সোয়ার' নামে এক অনুষ্ঠানে ডমেনেখ বলেন, 'মেসি পিএসজিতে সফল হয়নি। পিএসজির সমর্থকদের সাফল্যও উপহার দিতে পারেনি। এখন সে কারণেই মেসিকে পছন্দ করছে না ক্লাবের সমর্থকেরা। এটা একটা বড় সমস্যা। যেভাবেই হোক, পরিস্থিতিটা মেসিই তৈরি করেছে। সমর্থকেরা যে তাকে দুয়ো দিচ্ছে, তার উদ্দেশে শিস বাজাচ্ছে, এ জন্য সেই দায়ী।'

ডমেনেখ মনে করেন, সাফল্য ছাড়াও কোনো ক্লাবের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমর্থকদের একধরনের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। মেসি এটা গত দুই বছরে একেবারেই করেননি বলে মনে করেন ২০০৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের কোচের দায়িত্বে থাকা ডমেনেখ, 'খেলা শেষ হলেই সে সোজা হেঁটে ড্রেসিং রুমে চলে যায়। সমর্থকদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে হাত নাড়তেও তাকে খুব কম দেখা গেছে। সে দর্শকদের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক তৈরি করেনি। সুতরাং, এমন পরিস্থিতি হওয়াটাই স্বাভাবিক।' পিএসজির সমর্থকদের সঙ্গে মেসির ঠান্ডা সম্পর্ক প্রথম মৌসুম থেকেই। গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছিল পিএসজি। ফ্রেঞ্চ লিগে এরপর বোর্দোর বিপক্ষে খেলতে নামার আগে মেসির উদ্দেশে সমর্থকেরা দুয়ো দিয়েছিল।

এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগেও বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে হেরে শেষ ষোলো থেকেই বিদায় হয়ে যায় পিএসজির। দুয়ো পিছু ছাড়েনি এবারও। তবে সৌদি আরবে যাওয়ার পর মেসির বিরুদ্ধে পিএসজির সমর্থকগোষ্ঠীর মিছিল বের করে তাঁকে 'ভাড়াটে' বলে স্লোগান দেওয়ার বিষয়টি ছিল নজিরবিহীন।

'এসি মিলান চ্যাম্পিয়নস লিগের জন্য তৈরি নয়'

প্যারিস ঃ এসি মিলানের হয়ে পাঁচটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন। শুরু থেকে শেষ গোটা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছেন মিলানের জার্সিতে। শুধু তিনিই নন, তাঁর বাবাও ছিলেন মিলান কিংবদন্তি। এসি মিলান যেন তাঁর পরিবারেরই অংশ। পাওলো মালদিনির কথাই বলা হচ্ছে। বাবা সিজারে মালদিনির পর তিনিও মিলানে নিজেকে কিংবদন্তিতে পরিণত করেছিলেন। ইতালির হয়ে খেলেছেন ১২৬ ম্যাচ। ফুটবল ক্যারিয়ারে ইতালির জার্সিতে বিশ্বকাপটাই শুধু জেতা হয়নি কিংবদন্তির। এখন মিলানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কাল চোখের সামনে প্রাণের দলকে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিতে দেখলেন, তাও নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলানের সঙ্গে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ (প্রথম লেগে ২-০) গোলে হেরে। একসময়ের সর্বজয়ী মিলানের প্রাণভোমরা হয়ে এ বিদায়ে তাঁর অনুভূতি কষ্টের হওয়াই স্বাভাবিক।

তবে মিলান কিংবদন্তি মালদিনি আক্ষেপে পুড়তে চাচ্ছেন না। তিনি মনে করেন, এসি মিলানের তরুণ দলটির জন্য চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল বড় অর্জনই। দলের এ ফলকে অপ্রত্যাশিতও বলেছেন তিনি। স্কাই স্পোর্টসকে ম্যাচের পর দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মালদিনি বলেছেন, এসি মিলানের এ দল এখনো চ্যাম্পিয়নস লিগের জন্য পুরোপুরি তৈরি নয়, 'এসি মিলানের জন্য সেমিফাইনাল খেলাটাই বড় অর্জন। দলটি তরুণ। তারা এখনো চ্যাম্পিয়নস লিগের চাপ নেওয়ার মতো দল হয়ে ওঠেনি। সেমিফাইনালে ইংটার মিলানের কাছে হেরে যাওয়াটা কষ্টের। তবে এর বাইরে সবই ঠিক আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, চ্যাম্পিয়নস লিগে আমাদের এ যাত্রা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত।' মালদিনির লক্ষ্য এখন সিরি 'আ'তে শীর্ষ চারে থেকে আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ নিশ্চিত করা, 'এ মৌসুমের এখনো কিছুটা বাকি আছে। আমাদের অবশ্যই সিরি আর শীর্ষ চারে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।' মিলান এ মুহূর্তে সিরি 'আ'তে পঞ্চম স্থানে আছে। 'মিলান ডার্বি'তেও এসি মিলান এবার পিছিয়ে। এ মৌসুমে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে পাঁচবার মুখোমুখি হয়ে এসি মিলান জিতেছে প্রথমটি। বাকি চারটিতেই হার। তবে সবচেয়ে তিক্ত স্বাদ বোধ হয় চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে দুই লেগেই হার। ব্যাপারটি ভালোই পোড়াচ্ছে মালদিনিকে, 'সর্বশেষ চারটি ম্যাচে আমরা (এসি মিলান) ইংটার মিলানকে সেভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারিনি। চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমির দ্বিতীয় লেগে প্রথমার্ধের পারফরম্যান্স আমাদের সমস্যায় ফেলেছে। তবে সাম্প্রতিককালে এসি মিলান তুলনামূলক ছোট দলের বিপক্ষে ধুঁকছে। ব্যাপারটা স্বস্তির নয়।' এ মৌসুমে এসি মিলানের যে লক্ষ্য অবশিষ্ট, সেটি সিরি 'আ'তে শীর্ষ চারে থেকে আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ নিশ্চিত করা। এসি মিলান যদি সেটি করতে পারে, তাহলে ১০-এর মধ্যে দলকে কত দিতে চান মালদিনি, 'চ্যাম্পিয়নস লিগে কোয়ালিফাই করতে পারলে আমি দলকে ১০-এ ৮ দেব। গত মৌসুমেও বলেছি, আমরা এখনো দুটি টুর্নামেন্টের চাপ নেওয়া দল নই। এটা মিডিয়ায় যেমন বলেছি, তেমনি ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছি। সুতরাং কী হচ্ছে, কী হতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ ধারণা আছে। আমাদের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল চার বছর আগে। আমরা মাঠে, এমনকি অর্থনৈতিকভাবেও সাফল্যের দিকে হাঁটছি। শক্তিশালী দল হয়ে ওঠার একটা ভিত গড়ে ফেলেছি। ইন্টারের সঙ্গে আমাদের গড় বয়সের পার্থক্য তিন বছর। এটাও একটা ব্যবধান গড়ে দিয়েছে বলে মনে করি আমি।'

অর্থের বিনিময়ে অভিবাসী মহিলাদের সন্তানের ভুয়া বাবা সাজছে ব্রিটিশ পুরুষরা

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ ব্রিটিশ পুরুষরা অভিবাসী নারীদের সন্তানের বাবা সাজার বিনিময়ে হাজার হাজার পাউন্ড অর্থ নিচ্ছেন বলে বিবিসির এক তদন্তে জানা যাচ্ছে।

জন্ম সনদপত্রে এসব পুরুষের নাম যুক্ত করার জন্য তাদের সর্বোচ্চ ১২,৫২৫ মার্কিন ডলার (১০,০০০ পাউন্ড) পর্যন্ত অফার করা হচ্ছে। এভাবে অভিবাসী শিশুদের ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পেতে এবং অভিবাসী মায়েদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ তৈরি করে দেয়া হচ্ছে।

জালিয়াতরা এই কাজে ফেসবুক ব্যবহার করছে এবং তারা দাবি করছে যে হাজার হাজার নারীকে তারা এভাবে সাহায্য করেছে।

ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের নিয়ম অনুযায়ী এধরনের কন্টেন্ট পোস্ট করা নিষিদ্ধ।

বিবিসির টিভি অনুষ্ঠান নিউজনাইটের তদন্তে দেখা গেছে, ব্রিটেনজুড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে।

তদন্ত থেকে জানা যাচ্ছে, ব্রিটেনজুড়ে এজেন্টরা একাজে জড়িত রয়েছে এবং এরা অর্থের বিনিময়ে ভুয়া বাবা সাজাতে ব্রিটিশ পুরুষদের খুঁজে বের করছে।

বিবিসির তরফে একজন গবেষক একজন গর্ভবতী মহিলার ছদ্মবেশ ধরেছিলেন যিনি অবৈধভাবে ব্রিটেনের বসবাস করছেন। এই জালিয়াতি ব্যবসার সাথে জড়িত এমন কিছু লোকের সাথে এই গবেষক নিজে কথা বলেছেন যারা এধরনের 'সেবা' প্রদান করছেন।

থাই নামে পরিচিত একজন এজেন্ট তাকে জানিয়েছেন যে তার হাতে একাধিক ব্রিটিশ পুরুষ রয়েছেন যারা ভুয়া বাবা হিসাবে কাজ করতে রাজি এবং এর জন্য তিনি ১১,০০০ পাউন্ডের জন্য একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ অফার করেন।

ঐ এজেন্ট প্রক্রিয়াটিকে খুব সহজ বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে শিশুটি যাতে ব্রিটিশ পাসপোর্ট পায় তার জন্য তিনি সবকিছুই করবেন। থাই এসব কাজের জন্য ফেসবুকে কোন বিজ্ঞাপন দেননি। তিনি বলছেন, কর্তৃপক্ষের চোখে কার্যকরভাবে ধুলা দেয়ার জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য গল্প তিনি তৈরি করবেন।

বিবিসির ছদ্মবেশী গবেষকের সাথে তিনি অ্যান্ড্রু নামে এক ব্রিটিশ পুরুষের পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি বলেছিলেন যে তিনি ভুয়া বাবা সাজতে রাজি আছেন। এজন্য অ্যান্ড্রুকে মোট ফি থেকে ৮,০০০ পাউন্ড দিতে হবে।

এই সাক্ষাতের সময় বিবিসির গবেষককে অ্যান্ড্রু তার পাসপোর্ট দেখান এবং প্রমাণ করেন যে তিনি ব্রিটেনের। ছদ্মবেশী গবেষকের সঙ্গে তিনি সেলফিও তোলেন।

এই ভুয়া বাবা সাজানোর জালিয়াতিতে জড়িত কোনও এজেন্টকে বিবিসি কোনও নগদ অর্থ প্রদান করেনি। পরে যখন বিবিসির সাংবাদিক এই জালিয়াতি ব্যবসা নিয়ে কথা বলতে থাই নামের ঐ এজেন্টের মুখোমুখি হন, তিনি তখন কোনও অন্যায় কাজ করার বেমালুম অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। বিবিসি অ্যান্ড্রুর কাছ থেকে এনিয়ে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করলেও তিনি তাতে সাড়া দেয়নি।

এই জালিয়াতিতে জড়িত আরেকজন নারী এজেন্ট, যিনি নিজেকে থি কিম নামে পরিচয় দেন, তিনি দাবি করেন যে হাজার হাজার গর্ভবতী অভিবাসী মহিলাদের তিনি এভাবে সাহায্য করেছেন।

তিনি বলেন, তিনি একজন ব্রিটিশ পুরুষ জোগান দিতে পারবেন এবং একাজে বাবার জন্য দশ হাজার খরচ হবে, এবং তার ফি হবে ৩০০ পাউন্ড।

থি কিম বিবিসির গবেষককে জানিয়েছেন, আমি যে সমস্ত পুরুষ ব্যবহার করি তাদের সবার জন্ম এখানে এবং এরা আগে কখনও কোনও শিশুর জন্য নিবন্ধন করেননি।

আমি জানি কীভাবে সবকিছু সামাল দিতে হয়। শিশুর পাসপোর্ট পাওয়া নিয়ে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। এটা অবশ্যই তাকে দেয়া হবে।

পরে থি কিম এর মন্তব্যের জন্য বিবিসির তরফ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনিও কোন সাড়া দেননি।

ভুয়া বাবা সাজানোর এই কেলেঙ্কারিকে ব্রিটেনের একজন অভিবাসন আইনজীবী অ্যানা গঞ্জালেজ অবিশ্বাস্য রকম বিস্তৃত বলে বর্ণনা করেছেন।

এটি অত্যন্ত সুচারুভাবে পরিচালিত দুর্নীতি, এবং একে মোকাবেলা করা অবিশ্বাস্য রকম কঠিন, তিনি বলছেন। একইভাবে এই নারীরা যে কতটা মরিয়া এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসের অধিকার পাওয়ার জন্য তারা যে কত কিছু করতে প্রস্তুত, এটা তারই প্রমাণ।

যদি কোন অভিবাসী মহিলা অবৈধভাবে ব্রিটেনে বসবাস করেন এবং ব্রিটিশ নাগরিক কিংবা স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার রয়েছে এমন কোন পুরুষের দ্বারা তার সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে আইনের আওতায় শিশুটি জন্মগতভাবে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পায়।

শিশুটির মা তখন পারিবারিক ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন, যার মাধ্যমে তিনি ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে থাকার অধিকার পান। এবং পরে যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এই আইনটি তৈরি হয়েছে শিশুদের সুরক্ষার জন্য, ব্রিটেনে বসবাসের কোন কাগজপত্র নেই এমন মহিলাদের ভিসা দেওয়ার জন্য নয়, বলছেন মিসেস গনজালেজ। এটা আইনের কোনও ফাঁকফোকর নয়। একে এভাবে দেখা উচিত নয়।

ভুয়া বাবা সাজানোর এই জালিয়াতি ব্যবসার মাত্রা কতটা বিস্তৃত বিবিসির পক্ষে তা অনুমান করা সম্ভব হয়নি, কারণ ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যাকে বলা হয় হোম অফিস, এনিয়ে কতগুলো কেসে তদন্ত করেছে সেই তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি।

ব্রিটিশ শিশুদের ব্রিটিশ নয় এমন ক'জন অভিভাবককে ভিসা দেয়া হয়েছে সেই পরিসংখ্যানও তারা প্রকাশ করে না।

তবে গত বছর অন্যান্য নির্ভরশীলদের জন্য ৪,৮৬০টি পারিবারিক ভিসা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এটি এমন একটি খাত যার মধ্যে ব্রিটিশ শিশুদের পিতামাতা হিসাবে ব্রিটেনে থাকার জন্য আবেদনকারীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ব্রিটেনে ইচ্ছাকৃতভাবে জন্ম সনদে মিথ্যা বিবরণ দেয়া একটি ফৌজদারি অপরাধ।

হোম অফিস বিবিসিকে বলেছে, ভুয়া জন্ম সনদপত্র ব্যবহার করে অভিবাসন জালিয়াতি প্রতিরোধ ও সনাক্ত করতে তাদের ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, একমাত্র জন্ম সনদপত্রই পিতৃত্বের প্রমাণের যথেষ্ট প্রমাণ বলে বিবেচিত নাও হতে পারে এবং যে ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ করা প্রয়োজন, সন্তোষজনকভাবে আমাদের অনুসন্ধান সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত প্রমাণ দাখিলের অনুরোধ করা যেতে পারে।

তবে এসব ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা তা মনে করেন না অভিবাসন আইনজীবী হারজাপ ঃ এটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়, এমন হতে পারে হাজার হাজার ঘটনা ঘটছে ... হোম অফিস বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

তিনি জানান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া এবং শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে এবং বহু বছর ধরে এসব চলছে।

নিউজনাইটের তদন্তে দেখা গেছে, ব্রিটেনে ভিয়েতনামী চাকরিপ্রার্থীদের কিছু ফেসবুক গ্রুপেও এধরনের বেআইনি কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে।

আমরা এসব অ্যাকাউন্ট থেকে এমন কয়েক ডজন পোস্ট পেয়েছি যেখানে উপযুক্ত 'নকল বাবা' সাজা নিয়ে পুরুষরা গর্ব করছেন এবং সেইসাথে নারীরা খুঁজছেন এমন ব্রিটিশ পুরুষ যারা 'নকল বাবা' সাজতে রাজি হবেন।

একটি অ্যাকাউন্টের পোস্টে বলা হয়েছে ঃ আমি চার মাসের গর্ভবতী। নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বাবা সাজাতে আমার একজন ২৫-৪৫ বছর বয়সী লোকের খুবই প্রয়োজন।

অন্য একটি পোস্টে লেখা হয়েছে ঃ আমি লাল বই ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য ভিয়েতনামি স্ল্যাং সহ একজন বাবা। আপনি যদি গর্ভবতী হন এবং সন্তানের বাবা খুঁজে না পান তাহলে আমাকে ডিএম (ডিরেক্ট মেসেজ) করুন।

ফেসবুকের মালিক প্রতিষ্ঠান মেটা বলছে , দত্তক নেয়ার আবেদন কিংবা জন্ম সনদপত্র জালিয়াতির কোন পোস্ট দেয়ার অনুমতি ফেসবুক দেয় না। কোম্পানিটি বলছে, তাদের নীতিমালা লঙ্ঘন করছে এমন সব কন্টেন্টের অপসারণ কাজ তারা চালিয়ে যাবে।

আমরা একজন মহিলার সাথে কথা বলেছি যিনি আমাদের জানিয়েছেন যে সন্তানের পিতা সাজানোর জন্য তিনি একজন পুরুষকে ৯,০০০ পাউন্ড দিয়েছেন।

তিনি বলেন ঃ সে আমার চেয়ে ৩০ বছরের বড় ছিল। আমি শুনেছি যে সে আগেও অন্য এক মহিলার সাথে এই কাজ করেছে।

এই নারী বলেন, লোকটির সাথে তার খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না। এই জুটি শুধুমাত্র তিনবার দেখা করেছে, একবার যখন তারা জন্ম সনদপত্র জোগাড়ের সময় রেজিস্টার অফিসে গিয়েছিল।

অন্য একজন মহিলা আমাদের বলেছেন, বাবা সাজাতে তিনি একজনকে ১০,০০০ পাউন্ড দিয়েছিলেন। তবে তিনি পরে জানতে পারেন যে ঐ ব্যক্তি তার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

আমার শিশুর বার্থ সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার একদিন পরই আমি জানতে পারি যে আসলে তার নাগরিকত্বই নেই। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমি ইতিমধ্যেই জন্ম সনদে তার বিবরণ লিখে রেখেছিলাম। এটা পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না।

তার শিশুর নিবন্ধিত পিতা হিসাবে ঐ নারী একজন অপরিচিত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করছেন এবং ব্রিটেনে বসবাসের জন্য তিনি ও তার সন্তান এখনও কোন অনুমতি পাননি।

আইনজীবী হারজাপ ভাঙ্গাল বলছেন, হোম অফিসকে আরও বেশি করে সন্দেহজনক ভিসা আবেদনপত্র তদন্ত করে দেখতে হবে।

যদি কোনও শিশু নিজেকে ব্রিটিশ বলে দাবি করে এবং তার পিতামাতার একজন ব্রিটিশ হয় থাকে ও অন্য অভিভাবকের কাছে ভিসা না থাকে - তাহলে এটি ডিএনএ পরীক্ষার জন্য একটি নিখুঁত কেস হওয়া উচিত।

তবে ব্রিটেনে জন্ম নিবন্ধন করার সময় কিংবা সন্তানের ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার সময় ডিএনএ পরীক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই।

মি. ভাঙ্গাল মনে করেন, এধরনের অপরাধের জন্য খুব বেশি লোকের বিচার হচ্ছে না।

আর এজন্যই লোকেরা এসব করছে - কারণ শাস্তির কোনও ভয় তাদের নেই।

টুকরো খবর

ছাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়ে জনপ্রিয় হওয়া, অতঃপর থাইল্যান্ডের নির্বাচনে জয়

থাইল্যান্ড (ওয়েবডেস্ক)ঃ পিটা লিমজারাট এর দল 'মুভ ফরওয়ার্ড' থাইল্যান্ডের নির্বাচনে অবিশ্বাস্য জয় পেয়েছে। গত এক দশক ধরে সেনাসমর্থিত সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে ভোটাররা। অন্য যে কোন দলের তুলনায় 'মুভ ফরওয়ার্ড' পার্টি আসন এবং ভোট - দুটোই বেশি পেয়েছে। প্রাথমিক ফলে দেখা যাচ্ছে, সব প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়ে মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি থাই পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের পাঁচশ আসনের মধ্যে ১৫১টি আসনে জয়লাভ করেছে। যে দেশটিতে দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক শাসন চলেছে, সে দেশে এই বিজয়কে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এই সেন্টিমেন্ট পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবং এটা হচ্ছে আসল সময়, ব্যাংককে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পিটা লিমজারাট এই কথা বলেন। ব্যাংককে তার দল ব্যাপক বিজয় পেয়েছে। এখানে ৩৩টি আসনের মধ্যে ৩২টি পেয়েছে 'মুভ ফরওয়ার্ড' পার্টি। পিটা লিমজারাট এর জন্ম থাইল্যান্ডের এক ধনী পরিবারে, রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তার পরিবারের। তার বাবা ছিলেন থাইল্যান্ডের কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং তার চাচা ছিলেন থাইল্যান্ডের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াতের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। মি. পিটা বলেছেন, রাজনীতিতে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন নিউজিল্যান্ডে স্কুলে ছাত্র থাকাকালে। তিনি থাইল্যান্ডের থামাসাট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক পলিসিতে মাস্টার্স করেন। এমবিএ করেছেন ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি থেকে। তবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পিতার ব্যবসায় যোগ দিয়ে। পরে তিনি রাইড শেয়ারিং কোম্পানি গ্র্যাবের নির্বাহী পরিচালকও ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন থাই অভিনেত্রী এবং মডেল চুটিমা টিনপানাটকে, পরে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এখন তিনি তার সাত বছর বয়সী মেয়ে পিপিমকে নিয়ে একাই থাকেন। থাইল্যান্ডে ২০২০ সালে প্রায় মাসখানেক ধরে ছাত্রদের নেতৃত্বে যে বিক্ষোভ হয়েছিল, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল 'মুভ ফরোয়ার্ড'পার্টি। এবার নির্বাচনে 'মুভ ফরোয়ার্ড' প্রার্থীদের অনেকেই ছিলেন সেই আন্দোলনের নেতা। আর ২০২০ সালের সেই বিক্ষোভের মতো মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির বিজয়েও বড় ভূমিকা রেখেছে তরুণ, নিবেদিতপ্রাণ ভোটাররা। মি. পিটার রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু হয় ২০১৯ সালে 'ফিউচার ফরোয়ার্ড পার্টি' থেকে এমপি নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে। এই দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন থাইল্যান্ডের বিলিওনিয়ার ও সেনাবাহিনীর কট্টর সমালোচক থানাথর্ন জুংরুংগ্রুয়াংকিট। থাইল্যান্ডের রাজনীতিতে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে ' ফিউচার ফরোয়ার্ড পার্টি' ২০১৯ সালের নির্বাচনে ভালো ফলাফল করে এবং দেশটির রাজনীতিতে নাড়া দেয়। থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্রপন্থী সামরিক অফিসার, আমলা এবং বিচারকরা তখন রীতিমত জোট বেঁধে সাংবিধানিক আদালতের মাধ্যমে এই দলটিকে বিলুপ্ত করে, এর নেতাদের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করে। এরকম ঘটনা থাইল্যান্ডে আগেও বহুবার করা হয়েছে। দলটির নেতা মি. থানাথর্নকে সংসদ সদস্য পদে অযোগ্য করা হয়। এর পরপরই 'মুভ ফরোয়ার্ড' পার্টি গঠন করে নতুন নেতা নির্বাচন করা হয় পিটা লিমজারাটকে। 'ফিউচার ফরোয়ার্ড পার্টিকে' নিষিদ্ধ করার পরে থাইল্যান্ডে হাজার হাজার তরুণ রাস্তায় নেমে আসে বিক্ষোভ করতে। তাদের দাবি ছিল, সংবিধান সংস্কার, নতুন নির্বাচন এবং ভিন্ন মতাবলম্বী মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানির প্রতিবাদে। পিটা লিমজরাটকে একসময় বলা হতো থাইল্যান্ড পার্লামেন্টের 'উদীয়মান নেতা' হিসেবে। বিরোধী এমপি হিসেবে পিটা লিমজারাট পার্লামেন্টে যেসব বক্তৃতা দেন, তা শীঘ্রই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা খর্ব করা এবং রাজতন্ত্র সম্পর্কিত আইনে সংস্কারের পক্ষে বলিষ্ঠ অবস্থান নিয়ে কথা বলছিলেন। নির্বাচনের আগে যখন প্রচারাভিযান চলছিল, তখন এই তরুণ দলটির পক্ষে এরকম সমর্থনের আঁচ সহজেই পাওয়া যাচ্ছিল। থাই সোশ্যাল মিডিয়া তাদের পক্ষে নানা রকম 'মিম' দিয়ে সয়লাব করে দেয়া হয়েছিল। মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির নামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকেই তাদের বিরাট পদক্ষেপ নেয়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করছিল। রোববার থাইল্যান্ড জুড়ে ভোটের বুথগুলোতে বাস্তবেও সেই একই ধরণের 'বিরাট পদক্ষেপ' নিতে দেখা গেছে ভোটারদের। ভোটের দিন ভোটাররা কেবল এভাবেই জানাতে পারছিলেন কোন দলের পক্ষে তারা ভোট দিচ্ছেন। কারণ থাইল্যান্ডের নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী, ভোটাররা প্রকাশ্য বলতে পারেন না, কাকে তারা ভোট দিচ্ছেন। অনেকে উজ্জ্বল কমলা রঙের শার্ট, স্যান্ডেল এবং জুতো পরেছেন যেটি মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির নির্বাচনী প্রচারাভিযানের রঙ। মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির প্রার্থীদের অর্থকড়ি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় ছিল অনেক কম। তাদের নির্ভর করতে হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর। অনেক সময় তারা তাদের প্রচারাভিযানের জন্য ব্যবহার করেছে বাইসাইকেল। তাদের পরিকল্পনা যে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট ছিল, সেটি তাদের বেশ সাহায্য করেছে। মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি জানিয়ে দিয়েছে, ২০১৪ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত ছিল এরকম কোন দলের সঙ্গে তারা জোট সরকার করবে না। থাইল্যান্ডে মানুষ পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে আছে, সেটি পুরোপুরি মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির পক্ষে গেছে। থাইল্যান্ডে ২৬ বছরের কম বয়সী ভোটারদের সংখ্যা বেশি নয়, পাঁচ কোটি বিশ লাখ ভোটারের মাত্র ১৪ শতাংশ। কিন্তু বয়স্ক ভোটারদের পক্ষে আনতে তারা কঠোর পরিশ্রম করেছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
18:05:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

বান্দরবানে গুলি ও বিস্ফোরণে দুই সেনা সদস্য নিহত

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল আর্মি বা কেএনএ'র গুলি এবং আইইডি বিস্ফোরণে দু'জন সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর বা আইএসপিআর। এই ঘটনায় আরো দু'জন সেনা অফিসার আহত হয়েছে। আইএসপিআর এর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বান্দরবানের রুমা উপজেলার সুগন্ধপাড়া সেনার ক্যাম্পের আওতাধীন জারুলছড়িপাড়া নামের একটি জায়গায় মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান চালাতে যায় সেনাবাহিনী। সে এলাকায় কেএনএ সদস্যরা একটি আস্তানা গেড়েছে এমন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর জন্য যায় সেনা সদস্যরা। সেনা ক্যাম্প হতে মেজর মনোয়ারের নেতৃত্বে দলটি সেখানে গিয়েছিল বলে জানায় আইএসপিআর। উক্ত টহল দলটি জারুলছড়ি পাড়ার নিকটস্থ জলের ছড়ার কয়াকাছি পৌঁছালে আনুমানিক ১৩৫৫ (১টা ৫৫মিনিট) ঘটিনায় কুকি চিন ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ) সন্ত্রাসীদের ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণ ও অবর্ক্তিত গুলিবর্ষণে পতিত হয়, গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়। এই ঘটনায় দু'জন সেনা অফিসার এবং দু'জন সৈনিক আহত হয়। আহতদের মেডিকেলটারে করে চট্টগ্রাম সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে আনা হয়।

'মুসলিম গণহত্যার ডাক দিয়েও ভারতে দোষীরা পার পেয়ে যাচ্ছে'

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরের ঠিক মাসখানেক আগে দিল্লির অস্বস্তি বাড়িয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানাল, সে দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের 'অব্যাহতভাবে আক্রমণের নিশানা করা হচ্ছে'। ওয়াশিংটনে সোমবার এক অনুষ্ঠানে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ২০২২ সালের যে 'ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম রিপোর্ট' বা ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, তাতেই এই কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে।

ভারতে 'গণহত্যা ঘটার সম্ভাবনা' আছে বলেও যে ইউএস হলোকস্ট মিউজিয়াম মনে করে, পররাষ্ট্র দফতর সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে।

ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত এবারের এই রিপোর্ট নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

তবে গত বছর আমেরিকা একই ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করার পর দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছিল, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ওয়াশিংটন ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে চাইছে। কিন্তু দিল্লির সেই পাল্টা আক্রমণের পরও ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে আমেরিকার পর্যবেক্ষণ এতটুকুও পাল্টায়নি। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানের অবকাশে সাংবাদিকদের জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে 'ব্যাকগ্রাউন্ড ব্রিফিং'য়ের আয়োজন করেছিল তাতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ও বিশদে ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে।

এমন কী, সেই ব্রিফিংয়ের 'ট্রান্সক্রিপ্ট'ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যা থেকে পরিষ্কার মার্কিন প্রশাসন তাদের সেই ভাবনা প্রকাশ্যে আনতেও দ্বিধাগ্রস্ত নয়।

ওই ব্রিফিংয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় - যেমন খ্রীষ্টান, মুসলিম, শিখ, হিন্দু দলিত এবং আদিবাসীরা যে লাগাতার সুপরিকল্পিত হামলার শিকার হচ্ছেন আমরা রিপোর্টে সেটাই তুলে ধরেছি।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে গণহত্যার ডাক দেওয়া হচ্ছে, তারা গণপিটুনি ও বিদ্বেষপূর্ণ সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, ধর্মীয় উপাসনালয় ও বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে - এমন কী যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এই সব হামলায় জড়িত তারা অনেক ক্ষেত্রেই পার পেয়ে যাচ্ছে, তিনি আরও জানান।

ভারতের কোনও কোনও রাজ্যপর্যায়ে ধর্মীয় বেশভূষার ওপরেও বিধিনিষিধ আরোপ করা হচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এর মাধ্যমে খুব সম্ভবত কর্নাটকের স্কুলকলেজে মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে।

ওই কর্মকর্তা আরও মনে করিয়ে দেন, ইউ এস হলোকস্ট মিউজিয়াম যেসব দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সবচেয়ে উদ্বিগ্ন ভারত তার অন্যতম।

কারণ তারা মনে করে 'সেখানে গণহত্যা (মাস কিলিং) সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা' আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হলোকস্ট মিউজিয়ামের 'আর্লি ওয়ার্নিং রিপোর্টে' যে দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি 'মাস কিলিংয়ের' আশঙ্কা আছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেরকম ১৬২টি দেশের মধ্যে ভারত আছে ৮ নম্বর স্থানে।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভাব

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এই মূল্যায়ন এলো এমন একটা সময়ে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রথম 'রাষ্ট্রীয় সফরে' আগামী মাসে (জুন) আমেরিকায় যাচ্ছেন।

এর আগেও প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্তত পাঁচবার আমেরিকা সফর করেছেন, কিন্তু কূটনীতির পরিভাষায় তার সবগুলোই ছিল 'ওয়ার্কিং ভিজিট'।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে নরেন্দ্র মোদীর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরের আগে ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতি নিয়ে এই মূল্যায়ন দিল্লি ও ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সম্পর্কেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে ভারতে কোনও কোনও পর্যবেক্ষক মনে করছেন, বহু বিষয়েই ভারত ও আমেরিকার গুরুতর মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুই দেশ একই সঙ্গে কোয়াড জোটে আছে।

আবার নিজেদের মধ্যে 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'ও গড়ে তুলেছে দুই দেশ।

ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার হাল কিংবা ইউক্রেন সঙ্কটে রাশিয়ার প্রতি ভারতের প্রচ্ছন্ন সমর্থন - এগুলো সেরকমই কিছু বিষয়, যেগুলো অতিক্রম করেই ভারতমার্কিন সম্পর্ক এগিয়ে যাচ্ছে বলে তারা মনে করেন।

গত বছরও যখন আমেরিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদনে ভারতের পরিস্থিতি প্রবলভাবে সমালোচিত হয়েছিল, তখন ভারত বলেছিল আমেরিকার নিজেদের দেশের ভেতরের পরিস্থিতিও যে সুখকর নয় সেটা তাদেরও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী সে সময় বলেছিলেন, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের আলোচনায় তাদের দেশের কোন বিষয়গুলো উদ্বেগজনক, সেটা কিন্তু আমরাও নিয়মিত তুলে ধরি।

এর মধ্যে বর্ণ বা জাতিবিদ্বেষমূলক হামলা যেমন আছে, তেমনি আছে হেইট ক্রাইম বা গান ভায়োলেন্স, মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণের আহবান জানিয়েছে চ্যাটজিপিটি প্রধান

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন অত্যাধুনিক চ্যাটবট চ্যাটজিপিটিএর নির্মাতা।

চ্যাটজিপিটিএর প্রধান সংস্থা ওপেনএআইএর সিইও স্যাম অল্টম্যান, মঙ্গলবার মার্কিন সেনেট কমিটির সামনে নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনা এবং এর ত্রুটিগুলো সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

গত কয়েক মাসে বেশ কিছু এআই মডেল বাজারে এসেছে।

মি. অল্টম্যান বলেন, এআই কোম্পানিগুলোকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য একটি নতুন সংস্থা গঠন হওয়া প্রয়োজন।

চ্যাটজিপিটি এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রোগ্রামগুলো অবিশ্বাস্যভাবে মানুষের মতোই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পারে - তবে এটি অনেক ভুল তথ্যও দিতে পারে।

৩৮ বছর বয়সী স্যাম অল্টম্যান যেন ক্রমবর্ধমান এআই শিল্পের মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন। এআই এর ফলে নৈতিকতা বিষয়ক যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর সমাধান বের করতে পিছপা হননি তিনি এবং এ কারণে তাকে এই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণে অনেক চাপের মুখেও পড়তে হয়।

তিনি বলেছিলেন যে এআই ছাপাখানার মতো বড় শিল্প হতে পারে তবে এর সম্ভাব্য ঝুঁকির কথাও তিনি স্বীকার করেছেন।

অর্থনীতিতে এআইএর যে বড় ধরণের প্রভাব থাকতে পারে তাও স্বীকার করেছেন তিনি।

সেইসাথে এআই প্রযুক্তি যে মানুষের চাকরির জায়গা দখল করতে পারে এবং এর প্রভাবে যে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে জনবল ছাঁটাই হতে পারে এমন আশঙ্কার কথাও তিনি স্বীকার করেছেন।

তিনি বলেন, চাকরিতে এর প্রভাব পড়বে। আমরা বিষয়টি খুব স্পষ্ট করেই বলতে চেষ্টা করি।

যাইহোক, কিছু সেনেটর যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ওপেনএআইএর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মামলা দায়ের করা আরও সহজ করার জন্য নতুন আইনের প্রযোজন।

মি. অল্টম্যান আইনপ্রণেতাদের বলেছেন যে, তিনি গণতন্ত্রের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। নির্বাচনের সময় কোন নির্দিষ্ট স্থানে ভুল তথ্য পাঠাতে এআই কীভাবে ব্যবহার হতে পারে সে কথাও তিনি তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি নতুন সংস্থা এই শিল্পকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন - এরমধ্যে রয়েছে, এআই কোম্পানিগুলোকে অনুমোদন দেয়া নেয়ার বিষয়টি।

তিনি আরও বলেন, ওপেনএআইএর মতো সংস্থাগুলোকে স্বাধীনভাবে যাচাই বাছাই করা উচিত।

রিপাবলিকান সেনেটর জশ হাওলে বলেছেন যে, এটি এক ধরণের বৈপ্লবিক প্রযুক্তি হতে পারে, তবে নতুন প্রযুক্তিকে পারমাণবিক বোমা আবিস্কারের সাথে তুলনা করেছেন তিনি।

ডেমোক্র্যাট সেনেটর রিচার্ড ব্লুমেন্থাল তার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে জানিয়েছেন, আমরা যেরকম ভবিষ্যৎ চাই, এআই নির্ভর ভবিষ্যৎ যে সেরকমই হতে হবে, তা অপরিহার্য নয়।

আমাদের খারাপ দিকগুলোর চাইতে ভাল দিকগুলোকে আরও বাড়াতে হবে। কংগ্রেসের এখন বেছে নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলাম তখন আমাদের বেছে নেয়ার সুযোগ ছিল। তখন আমরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম, তিনি সতর্ক করেন।

এই সাক্ষ্য থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, তা হল এই শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি নতুন সংস্থা গঠনের বিষয়ে দুই পক্ষেরই সমর্থন রয়েছে। যাইহোক, প্রযুক্তিটি এত দ্রুত এগিয়ে চলছে যে, আইনপ্রণেতারাও ভেবেছিলেন এই জাতীয় সংস্থার টিকে থাকা আদৌ সম্ভব হবে কিনা।

রাজধানী কিয়েভে 'নজিরবিহীন' ড্রোন ও মিসাইল হামলা

কিয়েভ ঃ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আবারও বড় ধরনের মিসাইল হামলা চালিয়েছে রাশিয়া, ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা যাকে নজিরবিহীন ব্যাপক আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন। তারা বলছেন রাজধানী কিয়েভের ওপর এতো ঘন ঘন মিসাইল আক্রমণের ঘটনা অভূতপূর্ব।

ইউক্রেন বলছে, কিয়েভ লক্ষ্য করে রাশিয়ার ছোড়া ১৮টি মিসাইলই গুলি করে মাটিতে নামানো হয়েছে এবং ভিডিও ফুটেজেও দেখা যাচ্ছে বিমান প্রতিরোধী ব্যবস্থা দিয়ে সেগুলোকে শহরের আকাশে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। রাজধানী কিয়েভ লক্ষ্য করে সবশেষ এই আক্রমণ এমাসেই রাশিয়ার অষ্টম হামলা। ইউক্রেন বলছে এসময় তারা রাশিয়ার ছ'টি সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ধ্বংস করেছে।

রাশিয়ার এই কিনঝাল হাইপারসনিক মিসাইল শব্দের চেয়েও পাঁচ গুণ দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে। এর আগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দাবি করেছিলেন যে এসব মিসাইল অপ্রতিরোধ্য। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর দেওয়া বিবৃতিতে এসব মিসাইল কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে সেবিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে তারা দাবি করছে যে এতে ইউক্রেনীয় বিমান বাহিনী অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করেছে।

এর আগেও রাশিয়া তাদের কিনঝাল ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইউক্রেনে আক্রমণ চালিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া বিমান প্রতিরোধী ব্যবস্থা প্যাট্রিয়ট দিয়ে সেই হামলা প্রতিহত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র গত এপ্রিল মাসে ইউক্রেনের কাছে প্যাট্রিয়ট সরবরাহ করেছে।

ইউক্রেন থেকে পাওয়া খবরে বলা হচ্ছে মঙ্গলবার ভোরে চালানো এসব হামলায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছে।

কর্মকর্তারা বলছেন তীব্র এই হামলায় ড্রোন এবং মিসাইল দুটোই ব্যবহার করা হয়েছে।

কিয়েভে কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা এর সবগুলোই ধ্বংস করেছে।

রুশ বাহিনীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালানোর ইউক্রেনীয় পরিকল্পনার মধ্যেই রাশিয়া সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তাদের হামলা জোরদার করেছে।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোরে এসব হামলা চালানো হয়।

শহরের কেন্দ্রে প্রচুর সংখ্যক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এসময় শহর কর্তৃপক্ষের তরফে বাসিন্দাদের জানানো হয় যে বিমান প্রতিরোধী ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে। তাদের ঘরের জানালা এবং আকাশ থেকে পড়া মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ থেকেও দূরে থাকতে বলা হয়। কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিচকো বলেছেন শহরের চিড়িয়াখানাসহ কিয়েভের মাঝখানে মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ পড়েছে।

কিয়েভের একজন বাসিন্দা কেসেনিয়া বিবিসিকে বলেছেন তারা যখন একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান সেসময় তিনি ও তার স্বামী ঘুমিয়ে ছিলেন। হামলার তীব্রতাকে তিনি স্টার ওয়ার্স সিনেমা অথবা অ্যাকশনধর্মী ভিডিও গেমের সাথে তুলনা করেন।

আরেকজন বাসিন্দা ইয়েভেন পেত্রোভ বলে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার আক্রমণ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম তাদের বাড়ি রুশ আক্রমণের তীব্রতায় কেঁপে ওঠেছে।

বলা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হামলা চালানো হয় কিয়েভের সলোমায়ানস্কি এলাকায় যেখানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অবস্থিত।

ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ভালেরি জালুঝনি বলেছেন রাশিয়া রাজধানী কিয়েভের উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক থেকে শহরের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং এসব হামলায় আকাশ, নৌ এবং স্থলভিত্তিক মিসাইল ব্যবহার করা হয়েছে। কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান শেরি পপকো বলছেন, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক মিসাইল হামলা চালানো হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, শত্রুদের এসব ক্ষেপণাস্ত্রের বেশিরভাগই কিয়েভের আকাশে শনাক্ত করে সেগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে, বলেন তিনি।

জেনারেল জালুঝনি বলেছেন সর্বশেষ এই হামলায় রাশিয়া যেসব ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে তার মধ্যে রয়েছে ছ'টি কিনঝাল হাইপারসনিক মিসাইল।

এর আগে রাশিয়ার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে বিশ্বের কোনো বিমান প্রতিরোধী ব্যবস্থা দিয়েই এই ক্ষেপণাস্ত্রকে থামানো সম্ভব নয়।

এসব মিসাইল শব্দের চেয়েও পাঁচগুণ দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে। এবং এই গতির কারণে এগুলোকে শনাক্ত করা কঠিন। এছাড়াও এগুলো অল্প উচ্চতায় ওড়ার কারণে রাডারের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে।

এই কিনঝাল মিসাইল মাঝপথে তার গতিপথও পরিবর্তন করতে সক্ষম।
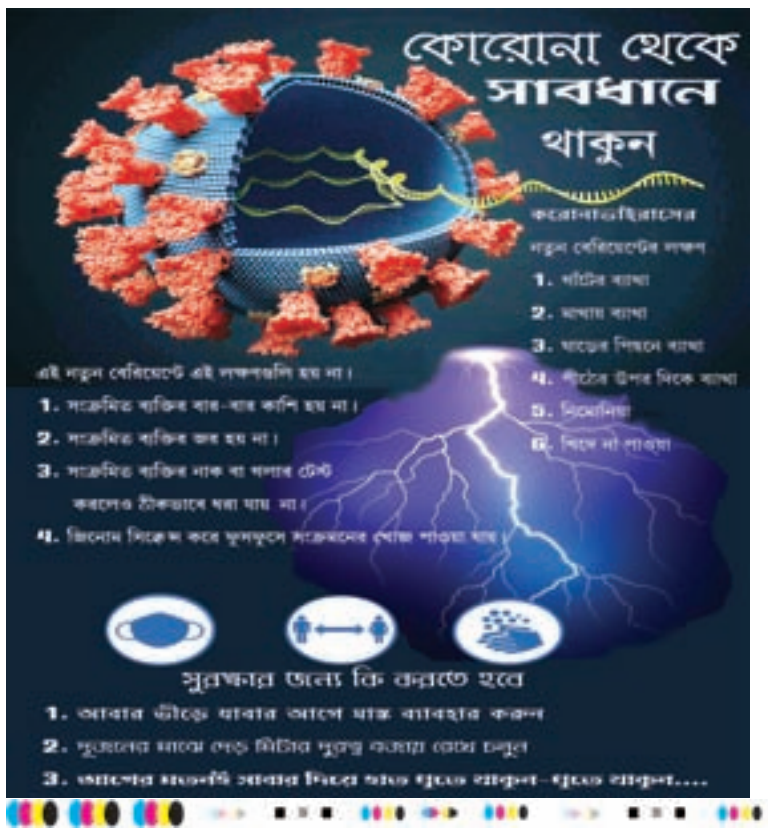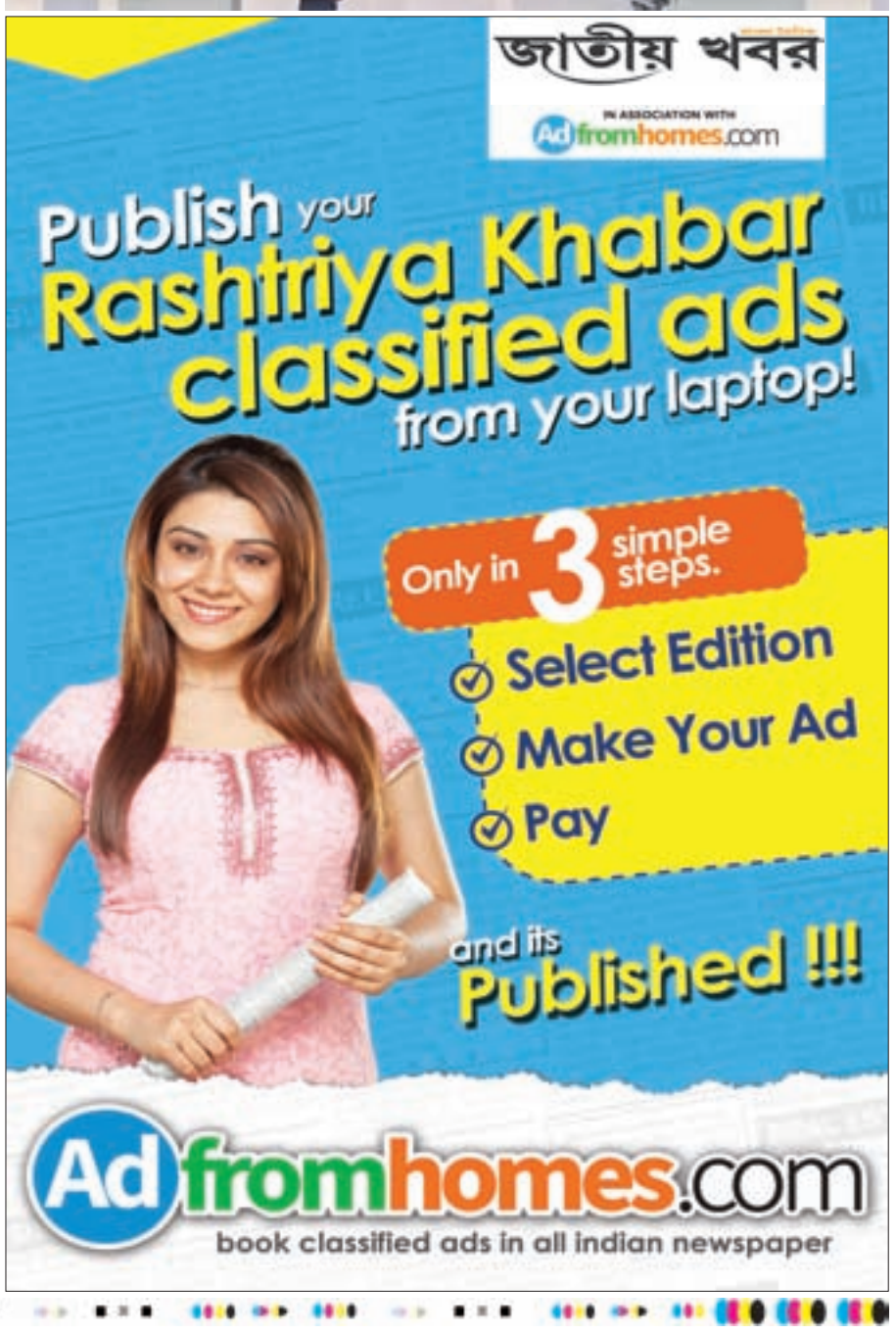
ইউক্রেন বলছে গত সপ্তাহে তারা প্রথমবারের মতো রাশিয়ার ছোড়া এরকম কিনঝাল মিসাইল গুলি করে ধ্বংস করেছে।